মুসলিম বিশ্ব প্রার্থনা গাইড

৩০ দিনের প্রার্থনা®

১০ই মার্চ – ৮ই এপ্রিল, ২০২৪

খ্রিস্টানরা মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে শিখছেন
এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করছেন

www.patmosgroup.org

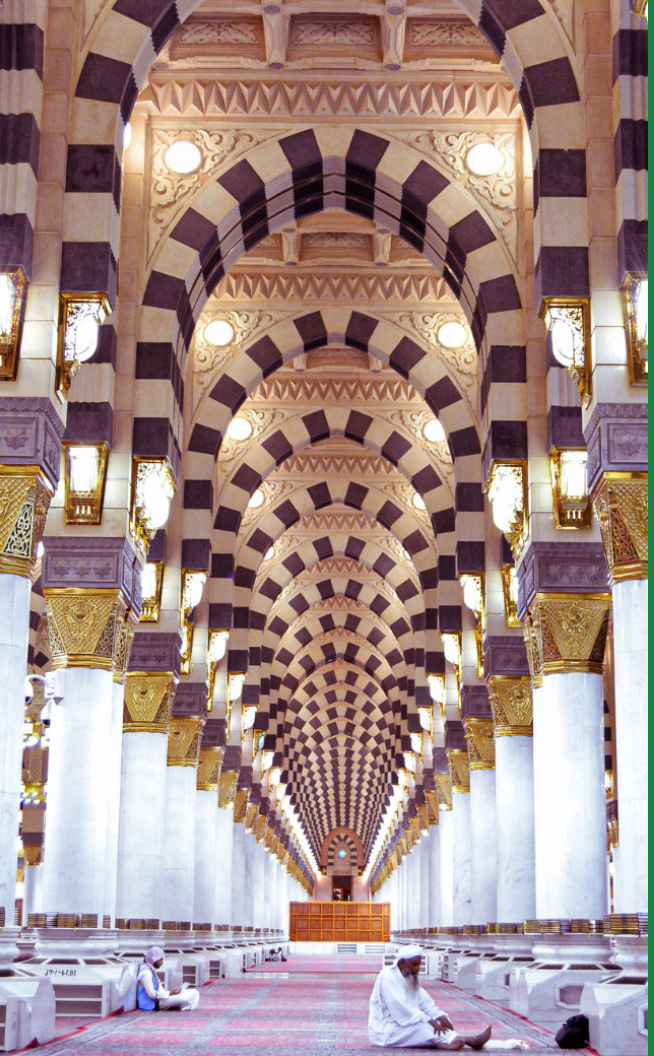

প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এই ৩০-দিনের প্রার্থণা গাইডটি বিশ্বজুড়ে যীশু অনুসরণকারীদের তাদের মুসলিম প্রতিবেশী সম্পর্কে আরও জানতে অনুপ্রাণিত করছে এবং স্বর্গের সিংহাসন কক্ষের কাছে নতুন করে করুণা ও অনুগ্রহের জন্য আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রিস্টের কাছে আবেদন করার জন্য প্রস্তুত করছে।

বেশ কয়ক বছর আগে, একটি গ্লোবাল রির্সাচ প্রোজেক্ট থেকে কিছু চমকপ্রদ খবর প্রকাশিত হয়েছিল: বিশ্বের যে সমস্ত মানুষদের কাছে এখনও পৌঁছানো যায়নি তার মধ্যে ৯০+% মানুষ - মুসলিম, হিন্দু, এবং বৌদ্ধ - ১১০টি মেগাসিটিতে, বা তার আশেপাশে বসবাস করে। ধর্মানুসরণকারীরা এই সমস্ত বিশাল মহানগরীর দিকে পুনরায় তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে শুরু করলে, আন্তর্জাতিক প্রার্থনা নেটওয়ার্কগুলিও এই একই উদ্দেশ্যে তাদের প্রার্থনা শুরু করে।

মানসম্পন্ন গবেষণা, আন্তরিক প্রার্থনা এবং বলিদানমূলক সাক্ষীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলাফল অলৌকিকের থেকে কম কিছু নয়। সাক্ষ্য, গল্প এবং তথ্যগুলি এই সত্যকে নিশ্চিত করতে শুরু করেছে যে আমরা যখন আমাদের ঐক্য যীশুর ভালবাসা এবং ক্ষমা ছড়িয়ে দেওয়ার উপর ভিত্তি করে চালনা করি তখন আমরা একসাথে মিলে অনেক ভাল কাজ করতে পারি।

এই ২০২৪ প্রার্থনা গাইডটি আমাদের প্রতিবেশীদের জন্য গভীর সমবেদনা প্রসারিত করার পরবর্তী পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তাদের দেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি ভাগ করার জন্য যথেষ্ট সম্মানিত করে - যীশুর মাধ্যমে উপলব্ধ আশা এবং পরিত্রাণ। আমরা এই সংস্করণে অনেক অবদানকারী এবং সেইসাথে যারা এই মহান শহরগুলিতে প্রার্থনা করে এবং পরিবেশন করে তাদের জন্য কৃতজ্ঞ।

আসুন আমরা “সমস্ত দেশগুলি জুড়ে তাঁর নাম ঘোষণা করি, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে তাঁর কাজের কথা ছড়িয়ে দেই।”

এটা সুসমাচার সম্পর্কে,

উইলিয়াম জে. ডুবোইস

সম্পাদক

রমজান কি?

৪টে জিনিস জানতে হবে

আমরা যেহেতু এই মাসে মুসলিমদের জন্য প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে বিরতি নিয়েছি, এখানে এই পবিত্র মাসের চারটি মৌলিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হল।

১. রমজান হল মুসলমানদের জন্য বছরের সবচেয়ে পবিত্র মাস।

মুসলিমরা বিশ্বাস করে এটি হল বছরের সবচেয়ে পবিত্র মাস। নবী মোহাম্মদের মতে, "যখন রমজান মাস শুরু হয়, তখন স্বর্গ বা বেহশতের দরজাগুলো খুলে যায়, এবং নরক বা জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায়।" এই মাসেই ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ, কোরান প্রকাশিত হয়েছিল।

রমজান হল উদযাপনের সময় এবং পরিবার ও প্রিয়জনের সাথে সময় কাটানোর সময়। রমজানের শেষ দিনটিকে আরও একটি ছুটির দিন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, ঈদ-উল-ফিতর, যাকে "রোজা ভাঙার উৎসব"ও বলা হয়। মুসলমানরা এই দিনটি উদযাপন করে এবং খাবার ও উপহার বিনিময় করে।

২. মুসলমানরা রমজানের সময় ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস করে।

দিনের বেলায় রোজা বা উপবাস রমজান মাসের পুরো ৩০ দিন ধরে চলে। এটি হল প্রার্থনা, দান এবং কোরানের প্রতিফলনের সময়।

শুধুমাত্র ছোট বাচ্চা, বয়স্ক মানুষ, গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী মহিলা, অসুস্থ মানুষ, বা যারা ভ্রমণ করছেন তাদের ব্যতিরেকে, প্রতি বছর সকল মুসলমানকে অবশ্যই এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয়।

উপবাসের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নয়, বরং মুসলমানরা যাদের প্রয়োজন তাদের সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং তাদের সাহায্য করতে পারে। এটা হল ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কের প্রতিফলনের সময়।

৩. মুসলমানেরা কিভাবে রোজা পালন করে?

ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুসলিমরা যেকোন ধরনের খাবার এবং পানীয় খাওয়া, চিউয়িং গাম, ধূমপান, বা যেকোন ধরনের যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে। এমনকি ওষুধ খাওয়াও এই সময়ে নিষিদ্ধ।

যদি মুসলমানরা এই জিনিসগুলির মধ্যে কোন একটি করে তাহলে সেই দিনের রোজা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না, এবং তাদেরকে অবশ্যই পরের দিন নতুন করে শুরু করতে হবে। যদি কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির কারণে কিছুদিন রোজা রাখতে না পারে, তাহলে রমজানের পরে সেই দিনগুলো পালন করতে হবে অথবা যে দিনগুলিতে রোজা রাখতে পারেনি সেই দিনগুলিতে যার প্রয়োজন এমন কাউকে খাবার দান করতে হবে।

রোজা শুধুমাত্র খাওয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। রমজানের সময়, আশা করা হয় মুসলমানরা রাগ, ঈর্ষা, হিংসা, অভিযোগ এবং অন্যান্য নেতিবাচক কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনা থেকে নিজেদের দূরে রাখবে। গান শোনা এবং টিভি দেখার মত জিনিসগুলোও সীমিত পরিমাণে করতে হবে।

৪. এই পবিত্র মাসে সারাদিন ধরে কি ঘটে?

বেশিরভাগ মুসলমানের জন্য একটি সাধারণ দিন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে হয়:

- ভোর হওয়ার আগে ঘুম থেকে উঠে খেয়ে নেওয়া (সেহরী)
- সকালের নামাজ পড়া
- সারাদিন ধরে উপবাস বা রোজা করা
- রোজা ভঙ্গ করা (ইফতার)
- সন্ধ্যের নামাজ পড়া
- রমজানের বিশেষ প্রার্থনা করা (তারাবীহ)

মুসলিমরা রোজা রাখা সত্ত্বেও স্কুলে ও কাজে যায়। বেশিরভাগ মুসলিম দেশ যারা রোজা করছে তাদের কথা মাথায় রেখে এই পবিত্র মাসে কাজের সময় কমিয়ে দেয়।

সূর্যাস্তের সময় রোজা ভঙ্গ করার জন্য হালকা খাবার (ইফতার) পরিবেশন করা হয়। বেশিরভাগ মুসলিম সন্ধ্যের নামাজের জন্য মসজিদে যায় এবং তারপরে আর একটি বিশেষ রমজানের নামাজ পড়ে।

সন্ধ্যার পরে তারা পরিবার এবং/অথবা বন্ধুদের সাথে একসঙ্গে ভারি কিছু খাবার খায়।

ইসলামের ৫টি স্তম্ভ

ইসলাম ধর্ম প্রধাণত পাঁচটি মূল স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে চলে এবং এই ধর্মীয় অনুশীলন সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমদের বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে হয়:

১. শাহাদা: এই ধর্মীয় বাক্যটি উচ্চারণ করা, " আল্লাহ ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই এবং মোহাম্মদ হল তার নবী।" একটি শিশু জন্মের পর তাকে প্রথম এই কথাগুলি শোনানো হয়, এবং মুসলিমদের লক্ষ্য থাকে যেন মৃত্যুর আগেও শেষ এই কথাগুলি শুনতে পায়। একজন অ-মুসলিম শাহাদা বলার মাধ্যমে এবং তা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে পারে।

২. সালাত: প্রতিদিন পাঁচবার করে ধর্মীয় প্রার্থনা করতে হয় বা নামাজ পড়তে হয়। দিনের প্রতিটি সময়ের জন্য একটি অন্যন্য নাম রয়েছে: ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব, এবং ইশা।

৩. জাকাত: দরিদ্রদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং স্বেচ্ছায় দান। হানাফি মাজহাবে দানের একটি সূত্র ব্যাখ্যা করা আছে। জাকাত হল পুরো এক চান্দ্র বছর ধরে একজনের দখলে যে সম্পদ থাকে তার ২.৫%। যদি সম্পদের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম হয়, যাকে "নিসাব" বলে, তাহলে জাকাত প্রদান করতে হয় না।

৪. সউম: উপবাস করা বা রোজা রাখা, বিশেষ করে রমজানের 'পবিত্র' মাসে।

৫. হজ্ব: মক্কায় একটি বার্ষিক ইসলামিক তীর্থযাত্রা যা প্রত্যেক মুসলমানকে তার জীবদ্দশায় অন্তত একবার করতে হয়।

আংকারা, টার্কি

টার্কির কসমোপলিটন রাজধানী শহরটি দেশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, ইস্তানবুল থেকে মোটামুটি ২৮০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। এই শহরটি প্রাচীন এবং আধুনিক স্থাপত্যের এক অন্যন্য মেলবন্ধন। হিট্টাইট, রোমান এবং অটোমান সাম্রাজ্যের পুরোনো দুর্গ এবং ধ্বংসাবশেষ এখানকার ল্যান্ডস্কেপ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলির পাশাপাশি রয়েছে আধুনিক সরকারি বিল্ডিং, থিয়েটার, বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, দূতাবাস এবং ব্যস্ত নাইট লাইফ।

টার্কি বা তুরস্ক ভৌগলিকভাবে ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে একটি কব্জা হিসাবে অবস্থান করছে, এবং এখানকার নাগরিকত্ব এই বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে। যদিও টার্কিস বা তুর্কি হল সরকারি ভাষা, এখানে রয়েছে অসংখ্য লোকগোষ্ঠী এবং আঙ্কারায় ৩০টিরও বেশি অন্যন্য ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এগুলির মধ্যে প্রধানত হল খুর্দিশ বা কুর্দি, জাজাকি এবং অ্যারাবিক বা আরবি।

টার্কিকে আমেরিকা সরকার বিশ্বের সেরা দশটি উদীয়মান বাজারের মধ্যে একটি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ফলস্বরূপ, দেশটির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সহায়তার প্রতি নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। রাজধানী হিসাবে, আংকারা হল এর কেন্দ্রবিন্দু। এখানকার এই বৈচিত্র্যময় জনসংখ্যার সাথে যোগাযোগ এবং গসপেল বা সুসমাচার শেয়ার করে নেওয়ার সুযোগ কখনও ভাল ছিল না।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

আবখাজ https://joshuaproject.net/people_groups/10130/TU

চেচেন https://joshuaproject.net/people_groups/11317/TU

ক্রাইমিয়েন তাতার https://joshuaproject.net/people_groups/11434/TU

লাজ https://joshuaproject.net/people_groups/13727/TU

তুর্ক https://joshuaproject.net/people_groups/18274/TU

ধর্মগ্রন্থ

“ধরা যাক তোমরা কেউ একজন একটা মিনার তৈরি করতে চাও। তাহলে প্রথমে কি বসে একটা আনুমানিক খরচ হিসাব করে নেবে না এবং দেখবে না সেই পরিমাণ অর্থ তোমার কাছে আছে কিনা?”

লুক ১৪:২৮ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন আংকারায় তাঁর মানুষদের জাগরিত করার জন্য যারা মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম ছবিটা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে।
- আংকারার বিশ্বাসীদের সংবেদনশীল হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন যেন মানুষের হৃদয় যীশুর বার্তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়।
- আংকারায় সুসমাচার ভাগ করে নেওয়া বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করুন যেন তাদের ওপর আসা সমস্ত কষ্ট, চাপ এবং তাড়না সহ্য করতে পারে।

২য় দিন **১১ই মার্চ**

বাগদাদ, ইরাক

পূর্বে "শান্তির শহর" নামে পরিচিত, বাগদাদ হল ইরাকের রাজধানী এবং মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম শহুরে সমষ্টিগুলোর মধ্যে একটি। প্রকৃতপক্ষে, ৭.৭ মিলিয়ন জনসংখ্যার সাথে, এটি আরব বিশ্বে কায়রোর পরেই জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয়।

৭০এর দশকে যখন ইরাক তার স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক মর্যাদার উচ্চতায় ছিল, তখন মুসলিমরা বাগদাদকে আরব বিশ্বের কসমোপলিটন সেন্টার হিসাবে সম্মান করত। আপাতদৃষ্টিতে গত ৫০ বছর ধরে চলা ক্রমাগত যুদ্ধ এবং সংঘাত সহ্য করার ফলে, এই প্রতীকটি এখন এখানকার মানুষের কাছে একটি বিবর্ণ স্মৃতির মত অনুভূত হয়।

আজকে, ইরাকের ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টান সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যে অধিকাংশই বাগদাদে পাওয়া যায়, যাদের সংখ্যা প্রায় ২৫০,০০০ জন। অভূতপূর্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকার কারণে, ইরাকের যীশু অনুসরণকারীদের জন্য, শুধুমাত্র মশীহার মধ্যে পাওয়া ঈশ্বরের শান্তির মাধ্যমে তাদের ভগ্নপ্রায় জাতিকে সুস্থ করে তোলার একটি সুযোগ এসেছে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

ইরাকি আরব https://joshuaproject.net/people_groups/12247/IZ
সেন্ট্রাল কুর্দ https://joshuaproject.net/people_groups/11126/IZ
নর্দান কুর্দ https://joshuaproject.net/people_groups/12877/IZ

ধর্মগ্রন্থ

"শান্তির বন্ধনের মাধ্যমে আত্মার ঐক্য বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করুন।"

এফেসিয়ানস্ ৪:৩ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- ইরাকি আরব, নর্থ ইরাকি আরব এবং নর্দান কুর্দদের মধ্যে গসপেল মুভমেন্ট শুরু করার উদ্দেশ্যে বাড়ি গীর্জার সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য প্রার্থনা করুন।
- বাড়ি গীর্জাগুলি নির্মূল করে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রার্থনা করুন।
- ঐতিহাসিক গীর্জার জন্য প্রার্থনা করুন যেন তারা তাদের বিশ্বাস অন্যদের সাথে শেয়ার করে ঈশ্বরের করুণা এবং সাহসিকতায় পূর্ণ হয়।
- প্রার্থনা এবং সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য প্রার্থনা করুন।

৩য় দিন **১২ই মার্চ**

বামাকো, মালি

মালি পশ্চিম আফ্রিকার অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি স্থলবেষ্টিত দেশ। এর আয়তন টেক্সাস এবং ক্যালিফোর্নিয়ার মিলিত আয়তনের প্রায় সমান এবং এখানকার জনসংখ্যা ২২ মিলিয়ন। রাজধানী শহর, বামাকো-তে জনসংখ্যার ২০% মানুষের বসবাস করে।

এক সময় মালি একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। মানসা মুসা, ১৪ শতকের মালির শাষক, এখন ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত, যার মোট সম্পত্তির পরিমাণ আজকের দিনে $৪০০ বিলিয়ন ডলারের সমান। তার জীবদ্দশায়, মালির সোনার আমানত, সারা বিশ্বের সরবরাহের অর্ধেক ছিল।

দুঃখের বিষয়, এখন আর সেই অবস্থা নেই। এখানকার মোটামুটি ১০% শিশু ৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচে না। অবশ্য যারা বেঁচে যায়, তাদের প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জন অপুষ্টিতে ভোগে। এই দেশের ৬৭% স্থলভাগ হল মরুভূমি অথবা আধা-মরুভূমি।

মালিতে ইসলাম আরও মধ্যপন্থী এবং অন্যান্যভাবে পশ্চিম আফ্রিকান। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে বিশ্বাস পালন করে তা হল ঐতিহ্যবাহী আফ্রিকান ধর্ম এবং কুসংস্কার পূর্ণ লোকাচারের এক মিশ্রণ।

বামাকো-তে, ৩০০০ এরও বেশি কোরানিক স্কুলে প্রায় ৪০% শিশু শিক্ষা গ্রহণ করে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

বাম্বারা https://joshuaproject.net/people_groups/10617/ML
কিতা মানিনকা https://joshuaproject.net/people_groups/19611/ML
সাইমউ https://joshuaproject.net/people_groups/14930/ML
উলুফ https://joshuaproject.net/people_groups/15414/ML

ধর্মগ্রন্থ

“ছদ্ম-দেবতার পিছনে ছুটবেন না। তাদের মধ্যে কিছুই নেই। তারা আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না। তারা ছদ্ম-দেবতা ছাড়া আর কিছুই নয়।”

১ সামুয়েল ১২:২১ (এমএসজি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠী গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে। এখানকার মানুষের মধ্যে যাতে শান্তি ফিরে আসে তার জন্য প্রার্থনা করুন।
- জনসংখ্যার ২% এরও কম মানুষ খ্রীস্টান। তারা তাদের মুসলিম প্রতিবেশির সঙ্গে যীশুর ভালোবাসা শেয়ার করে তাই তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করুন।
- বাম্বারা জনজাতির মধ্যে সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রার্থনা করুন, যা অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীদের যীশুর কাছে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করবে।
- মালির নেতাদের জন্য প্রার্থনা করুন যাতে তারা জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সমস্যাগুলি মোকাবিলা করার জন্য বুদ্ধি রাখে।

৪র্থ দিন **১৩ই মার্চ**

চিটাগং (চট্টগ্রাম), বাংলাদেশ

চিটাগং হল বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি বড় বন্দর শহর। এটি হল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর যার জনসংখ্যা প্রায় ৯ মিলিয়নের কাছাকাছি। ২০১৮ সালে, সরকার বাংলা বানান এবং উচ্চারণ অনুযায়ী এই শহরের নাম বদলে চট্টগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নেয়।

জনসংখ্যার ৮৯% হল ইসলাম ধর্মাবলম্বী। বাকি জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন রূপ পালন করে, জনসংখ্যার মাত্র .৬% হল খ্রীস্টান।

যাদের কাছে এখনও পৌঁছানো যায়নি এমন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙালীরা হল সর্ববৃহৎ এবং তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চিটাগং-এর অধিবাসী। বেশিরভাগই লোক ইসলামের একটি শৈলী পালন করে, যা সুফি ইসলাম, আদিবাসী সংস্কৃতি, এবং হিন্দু ধর্মের একটি মিশ্রণ। খুব কম মানুষই সত্য গসপেল বা সুসমাচার শুনেছে।

বাংলাদেশে দারিদ্রের চক্রটি একটি গুরুতর সমস্যা হিসাবে অব্যাহত রয়েছে। যদিও বর্ষায় অধিকাংশ সময়েই উত্তরের দিকেই বন্যা বেশি হয়, চিটাগং-এর বেশিরভাগ মানুষই দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। উল্লেখযোগ্য হল বাংলাদেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যা। মনে করুন আমেরিকার অর্ধেক জনসংখ্যা আইওয়া-তে বসবাস করছে! প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা এবং ক্ষুদ্র আশাব্যাঞ্জক রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে, চিটাগং-এ আরও বেশি করে যীশুর বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

বাঙালি মুসলিম শেখ https://joshuaproject.net/people_groups/18084/BG

হাজাম https://joshuaproject.net/people_groups/19655/BG

কুকি চিন https://joshuaproject.net/people_groups/11270/BG

রোহিঙ্গা https://joshuaproject.net/people_groups/11359/BG

তাইপেরা https://joshuaproject.net/people_groups/15498/BG

ধর্মগ্রন্থ

"সমস্ত পৃথিবী প্রভুকে স্বীকার করবে এবং তাঁর কাছে ফিরে আসবে। সমগ্র মানব জাতির সমস্ত পরিবার তাঁর সামনে মাথা নত করবে।"

সাম ২২:২৭ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- চট্টগ্রাম এবং সমগ্র বাংলাদেশের সমস্ত গীর্জা গুলিতে প্রশিক্ষিত ঈশ্বরীয় নেতৃত্বের জন্য প্রার্থনা করুন।
- বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রায় প্রত্যেক বছর ঘটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যা দেশকে জর্জরিত করছে তার থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করুন।
- সেইসব সংস্কৃতি দলগুলির জন্য প্রার্থনা করুন যারা রমজানের সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চট্টগ্রামের মানুষদের মধ্যে যীশুকে শেয়ার করছেন।

৫ম দিন **১৪ই মার্চ**

কোনাক্রি, গিনি

কোনাক্রি হল পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ গিনি-র রাজধানী। এই শহরটি সরু, কালুম উপদ্বীপে অবস্থিত, যা আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে ২.১ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে, যাদের মধ্যে অনেকেই কাজ খুঁজতে গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন, যার ফলে এখানকার ইতিমধ্যেই সীমিত পরিকাঠামোর উপর চাপ বৃদ্ধি করছে।

একটি বন্দর শহর, কোনাক্রি হল গিনি-র অর্থনৈতিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। বিশ্বের পরিচিত বক্সাইট মজুদের ২৫% এখানে রয়েছে, সেইসঙ্গে উচ্চমানের আকরিক লোহা, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভূগর্ভস্থ হীরা এবং সোনার আকরিক, এবং ইউরেনিয়ামের উপস্থিতির কারণে, এই শহরের একটি শক্তিশালী অর্থনীতি থাকা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং অদক্ষ আভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো এখানকার দারিদ্রকে উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে।

২০২১ সালে একটি সামরিক অভ্যুত্থান গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। এই পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল এখনও নির্ধারণ করা হচ্ছে।

কোনাক্রি ব্যাপকভাবে মুসলিম অধ্যুষিত, জনসংখ্যার ৮৯% ইসলাম অনুসরণকারী। খ্রীস্টান সংখ্যালঘু এখনও অনেক মানদন্ডেই শক্তিশালী, ৭% মানুষ খ্রীস্টান হিসাবে চিহ্নিত। এদের অধিকাংশই কোনাক্রি এবং দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বাস করে। গিনিতে ৩টি বাইবেল স্কুল এবং ৬টি নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ স্কুল রয়েছে, কিন্তু এখনও খ্রীস্টান নেতাদের অভাব রয়েছে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

গিনি প্যাল https://joshuaproject.net/people_groups/12829/GV

কোনো https://joshuaproject.net/people_groups/19399/GV

কুরাঙ্কো https://joshuaproject.net/people_groups/12872/GV

পুরার ফুলানি https://joshuaproject.net/people_groups/15622/GV

ওয়াসুলু মানিনকা https://joshuaproject.net/people_groups/15884/GV

ধর্মগ্রন্থ

"তিনি তাঁর সময়ে সবকিছুই সুন্দর তৈরি করেছেন। তিনি মানুষের হৃদয়ে অনন্তকাল স্থাপন করেছেন; তবুও ঈশ্বর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি করেছেন তা আমরা অনুধাবন করতে পারি না।"

ইক্লেসিয়াস্টেস ৩:১১ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- ৪৩% জনসংখ্যার বয়স ১৫ বছরের কম। প্রার্থনা করুন যেন এইসব তরুণদের কাছে যীশুর মাধ্যমে আশার বার্তা পৌছে যায়।
- আরও নেতা তৈরি করার উদ্দেশ্যে শক্তিশালী শিষ্যত্ব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে নেতাদের জন্য প্রার্থনা করুন।
- এই সম্পদ-সমৃদ্ধ দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন যেন গণতান্ত্রিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়।
- প্রার্থনা করুন গিনিতে যে আপেক্ষিক ধর্মীয় স্বাধীনতা চলছে তা যেন অব্যাহত থাকে।

৬ষ্ঠ দিন **১৫ই মার্চ**

ডাকার, সেনেগাল

ডাকার হল পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগালের রাজধানী। এটি আটলান্টিক মহাসাগরের উপরে অবস্থিত একটি বন্দর শহর, যার জনসংখ্যা ৩.৪ মিলিয়ন। ১৫ শতকে পর্তুগীজ উপনিবেশের সময়, ডাকার ছিল আটলান্টিক দাস বাণিজ্যের একটি প্রধান শহর।

খনি, নির্মাণ, পর্যটন, মাছ ধরা এবং কৃষিকাজ দ্বারা পরিচালিত একটি প্রাণবন্ত অর্থনীতির সাথে, ডাকার পশ্চিম আফ্রিকার অন্যতম সমৃদ্ধ শহর। এই শহরটি ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং বহু বিশ্বাসের প্রতি সহনশীল, কিন্তু ৯১% মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে খুব কম মানুষই যীশুর বিশ্বাসে এসেছেন।

এটি মূলত মুসলিম সুফি ভ্রাতৃত্বের কারণে। এই ভ্রাতৃত্বগুলি সংগঠিত, ধনী এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী, এবং সমস্ত মুসলমানদের ৮৫% এরও বেশি তাদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত। একটি অপেক্ষাকৃত বড় খ্রীস্টান জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও, আধ্যাত্মিক নিপীড়ন শহর জুড়ে দেখতে পাওয়া যায়।

ডাকার এই দেশে গসপেল বা সুসমাচার প্রচারের চাবিকাঠি। ডাকার জাতীয় জনসংখ্যার ২৫% এবং সেইসাথে প্রতিটি লোক গোষ্ঠীর সদস্যদের আবাসস্থল, যা এই সমস্ত গোষ্ঠীর কাছে গসপেলের পৌঁছানো সম্ভব করে তুলেছে। ৬০ টিরও বেশি ধর্মপ্রচারক মণ্ডলী আজ ডাকারে মিলিত হয়।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

ইস্টার্ন মানিনকা
https://joshuaproject.net/people_groups/13511/SG

লেবউ উলুফ
https://joshuaproject.net/people_groups/18907/SG

সাফি সেরের-সাফেন
https://joshuaproject.net/people_groups/14868/SG

ধর্মগ্রন্থ

"আমি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেছি যারা আমাকে চায়নি; তারাই আমাকে পেয়েছে যারা আমাকে খোঁজেনি। যে জাতি আমার নাম উচ্চারণ করে না, আমি তাদের বলেছি, 'এই যে আমি, এখানে।"

লেভিটিকাস ১৯:৩৪ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- দেশের বাকি অংশে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার জন্য ডাকারের বর্তমান মণ্ডলীর নেতাদের জন্য প্রার্থনা করুন।
- শহরের শক্তিশালীভাবে নিয়ন্ত্রিত মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মধ্যে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করুন।
- প্রাইভেট খ্রীস্টান স্কুলগুলি, যেখানকার বেশিরভাগ স্টুডেন্ট মুসলিম, প্রার্থনা করুন সেখানকার শিক্ষকরা যাতে এই সব তরুণ হৃদয়ে যীশুর জন্য প্রভাব ফেলতে পারে।
- প্রার্থনা করুন যেন শহরাঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই দেশের খুব দরিদ্রদের প্রভাবিত করে।

৭ম দিন **১৬ই মার্চ**

দামাস্কাস, সিরিয়া

সিরিয়ার রাজধানী, দামাস্কাস হল দেশের সবচেয়ে জনবহুল শহরগুলির মধ্যে একটি, সেইসঙ্গে রয়েছে হোমস, যা ২০১১ সালে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধে সিরিয়ান বিদ্রোহের একটি প্রধান কেন্দ্র ও অনুঘটক। দামাস্কাসকে অনেকেই বিশ্বের প্রাচীনতম রাজধানী শহর বলে মনে করেন এবং যাকে বলা হত "প্রাচ্যের মুক্তো"।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে উভয় শহরই অনেক ক্ষয়ক্ষতি ও অবনতির সম্মুখীন হয়েছে। বাশার আল-আসাদের নিপীড়নমূলক নিয়ন্ত্রণে, সংঘাত হ্রাস পেয়েছে। দামাস্কাস এবং আলেপ্পো -তে আবার ভ্রমণ শুরু হয়েছে এবং তা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ।

কয়েক প্রজন্ম ধরে দামাস্কাসে একটি বড় খ্রীস্টান কমিউনিটির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু ১৯ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ঘটা গণহত্যা অনেক মানুষকেই দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। ১৯৬০ সালের পর থেকে সিরিয়ায় কোনরকম ধর্মীয় জনগণনা করা হয়নি, কিন্তু অনুমান করা হয় যে জনসংখ্যার মাত্র ৬% হল খ্রীস্টান। এই বিশ্বাসীদের বেশিরভাগ অংশই অর্থোডক্স কমিউনিটির একটি অংশ।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

সিরিয়ান আরব https://joshuaproject.net/people_groups/15152/SY

নর্দান কুর্দ https://joshuaproject.net/people_groups/12877/SY

নর্দান ইরাকি আরব https://joshuaproject.net/people_groups/20327/IZ

আলাওয়াইট https://joshuaproject.net/people_groups/18805/SY

প্যালেস্তাইন আরব https://joshuaproject.net/people_groups/14276/SY

ধর্মগ্রন্থ

"কেননা এই রাজত্ব এবং ক্ষমতা এবং গৌরব চিরকাল তোমারই। আমেন।"

ম্যাথিউ ৬:১৩ (এনকেজেভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- দামাস্কাসের এবং হোমসের ৩১টি ভাষায়, বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত লোক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে হিংসার অবসান এবং খ্রীস্টের-গুণগানকারী বাড়ি গীর্জার সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাক তার জন্য প্রার্থনা করুন।
- গসপেল সার্জ টিমের যারা এই দেশে যীশুকে মানুষের কাছে আনতে কাজ করছে তাদের প্রজ্ঞা, সাহস এবং অতিপ্রাকৃত সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন।
- উদ্বাস্তু, গরীব, এবং ভগ্নপ্রায় মানুষদের জন্য প্রার্থনা করুন তারা যেন যীশুর নামে আশা এবং নিরাময় খুঁজে পায়।
- প্রার্থনা করুন ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য যেন চিহ্ন, বিস্ময়, এবং সামরিক ক্ষমতা, ব্যবসা ও সরকারী নেতাদের মাধ্যমে অগ্রসর হতে পারে।

৮ম দিন **১৭ই মার্চ**

ঢাকা, বাংলাদেশ

পূর্বে ডাক্কা নামে পরিচিত, ঢাকা হল বাংলাদেশের রাজধানী এবং সবচেয়ে বড় শহর। এটি বিশ্বের নবম বৃহত্তম এবং সপ্তম সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটি, জাতীয় সরকার, বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

সমগ্র বিশ্বে ঢাকা মসজিদের শহর নামে পরিচিত। এখানে ৬,০০০ মসজিদ রয়েছে, এবং প্রতি সপ্তাহে আরও নতুন তৈরি হচ্ছে, যা এই শহরকে ইসলামের একটি শক্তিশালী দুর্গ করে তুলেছে।

এটি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল শহর, যেখানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২,০০০ জন মানুষ ঢাকা শহরে চলে আসে! এত বিপুল সংখ্যায় মানুষের আগমন এই শহরের পরিকাঠামো বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে এবং এটি বিশ্বের সবচেয়ে বায়ু দূষিত শহরগুলির মধ্যে একটি।

বাংলাদেশের ১৭৩ মিলিয়নের জনসংখ্যার মধ্যে, ১ মিলিয়নেরও কম খ্রীস্টান। এদের মধ্যে বেশিরভাগই চট্টগ্রামে অঞ্চলে বসবাস করে। যদিও সংবিধান খ্রীস্টানদের স্বাধীনতার অনুমতি দেয়, কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হল যখন কেউ যীশুর অনুসরণকারী হয়ে ওঠে, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাকে পরিবার এবং সমাজ থেকে বহিস্কার করা হয়। এর ফলে ঢাকায় ধর্মপ্রচারের চ্যালেঞ্জটি আরও কঠিন হয়ে যায়।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

বিহারি (মুসলিম ঐতিহ্য)
https://joshuaproject.net/people_groups/19654/BG

হাজাম https://joshuaproject.net/people_groups/19655/BG

ঝালো মালো https://joshuaproject.net/people_groups/17007/BG

মাহিষ্য https://joshuaproject.net/people_groups/17411/BG

সিলেটি মুসলিম https://joshuaproject.net/people_groups/22311/BG

ধর্মগ্রন্থ

"যীশু তাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'মানুষের পক্ষে এটি অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সবকিছুই সম্ভব।"

ম্যাথিউ ১৯:২৬ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- প্রার্থনা করুন যাতে ঢাকার নতুন খ্রীস্টান সম্প্রদায় নিপীড়ন সহ্য করতে পারে এবং যীশুর জীবনদানকারী বার্তা শেয়ার করে নিতে পারে।
- বাংলা ভাষায় লিখিত এবং নথিভুক্ত ধর্মগ্রন্থগুলি শেয়ার করার উদ্দেশ্যকে সমর্থন করতে সম্পদের জন্য প্রার্থনা করুন।
- এই শহরের চরম দারিদ্র্যের দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য এবং শহরে চলে আসা লোকেদের তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রার্থনা করুন।
- লক্ষ লক্ষ শিশু যারা দুর্বল পুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং নূন্যতম শিক্ষার সুযোগ ছাড়া জীবন যাপন করছে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

৯ম দিন **১৮ই মার্চ**

ইসলামাদ, পাকিস্তান

ইসলামাবাদ হল পাকিস্তানের রাজধানী শহর এবং ভারতের সীমান্তের কাছে অবস্থিত। “ইসলাম” শব্দটি এসেছে ইসলাম ধর্ম থেকে, যা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম, এবং “আবাদ” একটি পার্শি বা ফার্সি প্রত্যয় যার অর্থ হল “চাষ করার জায়গা”, একটি বসতিস্থান বা শহর বোঝায়। এটি ১.২ মিলিয়ন নাগরিকের বাসস্থান।

এই দেশটির ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে ইরান, আফগানিস্তান এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে, পাকিস্তান রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং একটি টেকসই সামাজিক উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে।

এই দেশটিতে ৪ মিলিয়ন অনাথ শিশু এবং ৩.৫ মিলিয়ন আফগান উদ্বাস্তু বসবাস করে বলে অনুমান করা হয়, যা ইতিমধ্যেই একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি এবং সামাজিক পরিকাঠামোর উপর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চাপ সৃষ্টি করে।

মোট জনসংখ্যার মাত্র ২.৫% খ্রীস্টান হওয়ায়, এবং দেশে মৌলবাদী মুসলিম মূল্যবোধের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ায়, এখানে খ্রীস্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর প্রচুর নিপীড়ন চলছে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

পশ্চিমী পাঞ্জাবি
https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6420

দক্ষিনী পাঞ্জাবি
https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6405

সিন্ধি
https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6400

পশ্চিমী বালোচ
https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6419

ধর্মগ্রন্থ

“আমার মধ্যে থাকো যেমন আমিও তোমার মধ্যে থাকি। কোন শাখাই নিজে থেকে ফল ধারণ করতে পারে না; তাকে অবশ্যই গাছের সঙ্গে থাকতে হবে। আমার মধ্যে না থাকলে তুমিও ফল ধারণ করতে পারবে না।”

জন ১৫:৪ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- এই শহরের ১৮টি ভাষায়, বিশেষ করে উপরে তালিকাভুক্ত জনগোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের অগ্রগতির জন্য প্রার্থনা করুন।
- একটি শক্তিশালী প্রার্থনা আন্দোলন হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন যা ইসলামাবাদে তৈরি হয়ে যা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে।
- যীশুর অনুসারীরা যাতে আত্মার শক্তির সাথে চলতে পারে তার জন্য প্রার্থনা করুন।
- এই শহরে ঈশ্বরের ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য পুনরায় উত্থানের জন্য প্রার্থনা করুন।

জেরুজালেম, ইজরায়েল

জেরুজালেম হল তিনটি আব্রাহাম বিশ্বাসী ধর্মের তীর্থস্থান, ইহুদি, খ্রীস্টান এবং ইসলাম। ধর্মীয় এবং জাতিগত সংঘাতের পাশাপাশি এটি ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কেন্দ্রস্থল।

ইহুদিদের আগত মশীহার প্রত্যাশায় মন্দিরের বাইরের প্রাচীরের গায়ে প্রার্থনা করতে দেখা যায়, যিনি মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করবেন। অন্যদিকে, মুসলিমরা সেই স্থানটি পরিদর্শন করে যেখানে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মোহাম্মদ স্বর্গারোহণ করেছিলেন এবং প্রার্থনা ও তীর্থ যাত্রার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। একই সঙ্গে, খ্রীস্টানদের যীশুর জীবন, মৃত্যু এবং পুনরার্বিভাবের স্থানগুলি ভ্রমণ করতে দেখা যায়।

জেরুজালেমে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য অনেক কিছু রয়েছে, এবং প্রতি বছর গড়ে ৩ মিলিয়ন মানুষকে এই শহরে ভ্রমণ করতে দেখা যায়। তা সত্ত্বেও, এই অঞ্চলটি গভীর সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ফাটলের কারণে শান্তি অর্জনের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছে, যা ইজরায়েলকে তার প্রতিবেশীদের দেশগুলির থেকে বিভক্ত করেছে। একটি সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য এবং ৩৯টি ভাষার মিশ্রণ, এই জায়গাটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরের আন্দোলনের জন্য নির্দিষ্ট, যা শুধুমাত্র শহরটিকে নিরাময় এবং রূপান্তরিত করবে না বরং একে শীর্ষস্থানে নিয়ে যাবে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

ইজরায়েলি (প্যালেস্তাইন) আরব https://joshuaproject.net/people_groups/14276/IS

ইজরায়েলি জিউ https://joshuaproject.net/people_groups/12267/IS

মরোক্কান জিউ https://joshuaproject.net/people_groups/12374/IS

ইথিওপিয়ান জিউ https://joshuaproject.net/people_groups/11180/IS

সিরিয়ান আরব https://joshuaproject.net/people_groups/15152/IS

ধর্মগ্রন্থ

"এটাও লেখা ছিল যে জেরুজালেম থেকে শুরু করে, সমস্ত দেশে দেশে তাঁর নামে এই বার্তা ঘোষণা করা হবে: 'যারা অনুতপ্ত হবে তাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে।'"

লুক ২৪:৪৭ (এনএলটি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- ইহুদি এবং আরবদের জন্য প্রার্থনা করুন যেহেতু তারা উপরে তালিকাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে খ্রীষ্টের গুণগানকারী বাড়ি গীর্জাগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির কাজ করছে।
- বাড়ি গীর্জাগুলি নির্মূল করে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রার্থনা করুন।
- যীশুকে মশীহা ঘোষণা করার মাধ্যমে সমস্ত জাতিগোষ্ঠী, ভাষা এবং মানুষের মধ্যে শান্তির জন্য প্রার্থনা করুন।
- ঈশ্বরের রাজ্য নেমে আসার চিহ্ন, বিস্ময় এবং ক্ষমতার জন্য প্রার্থনা করুন।

১১তম দিন **২০শে মার্চ**

কানো, নাইজেরিয়া

উত্তর নাইজেরিয়ার সবচেয়ে জনবহুল শহর, এবং পশ্চিম আফ্রিকার প্রাচীনতম শহর হল কানো, এখানে ৪ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ বসবাস করে। এই শহরটি সাহারা বাণিজ্য পথের সংযোগস্থলে তৈরি হয়েছিল, এবং আজকে শহরটি এই অঞ্চলের প্রধান কৃষি কেন্দ্র, যেখানে তুলা, গবাদি পশু এবং চিনাবাদাম তৈরি হয়।

উত্তর নাইজেরিয়া ১২ শতক থেকেই মুসলিম। যদিও দেশের সংবিধান খ্রীস্টান ধর্ম পালন সহ, ধর্মীয় স্বাধীনতার অনুমতি দেয়, কিন্তু বাস্তবতা হল উত্তরে অ-মুসলিমরা ভীষণভাবে নিপীড়িত হয়। ২০০৪ সালের মে মাসে খ্রীস্টান-বিরোধী দাঙ্গার ফলে ২০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল, প্রচুর গীর্জা এবং অন্যান্য ভবন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

পরবর্তীকালে ২০১২ সালে মুসলিম এবং খ্রীস্টানদের মধ্যে আরও অনেক দাঙ্গা হয়েছে। এই শহরের মুসলিম এলাকাগুলোতে শরিয়া বা শরিয়ত আইন জারি করা হয়েছিল। পরিস্থিতি আরও জটিল করার জন্য, বোকো হারাম নেতারা খ্রীস্টানদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। যার ফলে, বহু খ্রীস্টান পরিবার এই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে এবং দক্ষিণ নাইজেরিয়ায় চলে গেছে।

যদিও উত্তরের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ বলে মনে হয়, কিন্তু নাইজেরিয়া হল বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম সংখ্যক ধর্মপ্রচারকদের আবাসস্থল। ক্যাথোলিক, অ্যাংলিকান, ঐতিহ্যবাহী প্রোটেস্ট্যান্ট গ্রুপ এবং নতুন ক্যারিশ্মেটিক ও পেনেকস্টাল গ্রুপগুলি সবই বাড়ছে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

কুরামা বাগওয়ামা https://joshuaproject.net/people_groups/12871/NI

ডিফ https://joshuaproject.net/people_groups/19007/NI

ডুয়াই https://joshuaproject.net/people_groups/11664/NI

হাউসা https://joshuaproject.net/people_groups/12070/NI

নাইজেরিয়ান ফুলানি https://joshuaproject.net/people_groups/10949/NI

ধর্মগ্রন্থ

"মানুষের যুক্তির দুর্গগুলিকে ভেঙে ফেলতে এবং মিথ্যা যুক্তিগুলিকে ধ্বংস করতে, আমরা ঈশ্বরের শক্তিশালী অস্ত্রগুলি ব্যবহার করি, পার্থিব অস্ত্র নয়।"

২ করিন্থিয়ানস্ ১০:৪ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- দক্ষিণ নাইজেরিয়াতে বিশ্বাসের অসাধারণ বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান।
- প্রার্থনা করুন যেন নাইজেরিয়ান মিশনারিরা কানো এবং উত্তর অঞ্চলে ফিরে আসেন এবং যীশুর মাধ্যমে শান্তির বার্তা নিয়ে আসেন।
- প্রার্থনা করুন যেন অনেক নতুন খ্রীস্টানদের জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণের অনুষ্ঠানগুলি উপলব্ধ করা যায়।
- নাইজেরিয়ার গীর্জাগুলি কখনও কখনও একটি সমৃদ্ধি সুসমাচার প্রচার করে যা বাইবেলের আসল বার্তাকে বিকৃত করে। বাইবেলের প্রকৃত সত্য শেখানোর জন্য প্রার্থনা করুন।

করাচি, পাকিস্তান

করাচি হল পাকিস্তানের পূর্বতন রাজধানী এবং বিশ্বের ১২তম বৃহত্তম শহর, যেখানকার জনসংখ্যা ২০মিলিয়নের থেকেও কিছু বেশি। এটি আরব সাগরের উপকূল বরাবর দেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। যদিও এখন আর এটি রাজধানী শহর নয়, করাচি দেশের বাণিজ্যিক এবং পরিবহন কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বৃহত্তম বন্দর হিসেবে পরিচালিত হয়।

২০২২ সালের গ্লোবাল লিভাবিলিটি ইনডেক্স অনুযায়ী, এই শহরটি ১৭২টি শহরের মধ্যে ১৬৮তম স্থানে রয়েছে, কারণ প্রচুর অপরাধ প্রবণতা, খারাপ বায়ুর মান এবং ভালো পরিকাঠামোর অভাব।

করাচির ৯৬% বাসিন্দা মুসলিম হিসাবে চিহ্নিত। এদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ হল সুন্নি, বাকিরা শিয়া সম্প্রদায় এবং জনসংখ্যার মাত্র ২.৫% হল খ্রীস্টান। খ্রীস্টান, হিন্দু সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। "ব্লাসফেমি আইন" অনুযায়ী মোহাম্মদের অবমাননার শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদন্ড এবং কোরানের ক্ষতিসাধনের শাস্তি হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ঠিক করা হয়েছে। চরমপন্থিরা এই আইনগুলি নিরাপধরাধ মানুষদের মিথ্যা দোষারোপ করতে ব্যবহার করে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

ভীল https://joshuaproject.net/people_groups/16414/PK
মোহানা সিন্ধি https://joshuaproject.net/people_groups/18136/PK
পাস্তুন https://joshuaproject.net/people_groups/14256/PK
সামা সিন্ধি https://joshuaproject.net/people_groups/18164/PK
সৈয়দ https://joshuaproject.net/people_groups/18045/PK

ধর্মগ্রন্থ

"কারণ তিনি আমাদেরকে অন্ধকারের আধিপত্য থেকে উদ্ধার করেছেন এবং তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজ্যে নিয়ে যেতে এসেছেন, যার মধ্যে রয়েছে আমাদের মুক্তি, আমাদের পাপের ক্ষমা।"

কলোসিয়ানস্ ১:১৩-১৪ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- করাচিতে ধীরে ধীরে গীর্জা সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু দারিদ্র এবং বাইবেলের দৃঢ় শিক্ষার অভাব আধ্যাত্মিক মানকে দুর্বল করে তুলছে। নতুন বিশ্বাসীদের শিষ্যত্ব দেওয়ার জন্য নম্র, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতা তৈরি হওয়ার প্রার্থনা করুন।
- নিপীড়ন সহ্য করার শক্তির জন্য প্রার্থনা করুন।
- রাজনৈতিক অস্থিরতা সবার উপরেই প্রভাব ফেলে। সরকারের স্থিতিশীলতা এবং নেতাদের প্রজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন পবিত্র আত্মা যেন রমজানের সময় করাচির হাজার হাজার বাসিন্দাদের কাছে যীশুর ভালোবাসা প্রকাশ করেন।

১৩তম দিন **২২শে মার্চ**

খারতুম, সুদান

খারতুম হল সুদানের রাজধানী শহর, এবং এটি উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার সবচেয়ে বড় যোগাযোগ কেন্দ্র। এই শহরটি ব্লু নাইল(নীলাভ নীল নদ) এবং হোয়াইট নাইল(শ্বেত নীল নদ) নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এবং এখানে ৬.৩ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে।

২০১১ সালে দক্ষিণের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত, সুদান ছিল আফ্রিকার বৃহত্তম শহর। কয়েক দশক ধরে চলা গৃহযুদ্ধের পর, দেশটি মুসলিম উত্তর থেকে খ্রীস্টান অধ্যুষিত দক্ষিণকে আলাদা করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে, যেটি ১৯৬০ সাল থেকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হতে চাইছিল।

বছরের পর বছর ধরে চলা যুদ্ধের পর, দেশ ও এই রাজধানী শহরের অর্থনীতি এবং পরিকাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই দেশে ২.৫ শতাংশেরও কম খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারক রয়েছে, কিন্তু নিপীড়ন অবিরত চলছে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

সুদানিজ আরব https://joshuaproject.net/people_groups/15104/SU
বেজা https://joshuaproject.net/people_groups/12026/SU
ফার https://joshuaproject.net/people_groups/11779/SU
গালিন https://joshuaproject.net/people_groups/11787/SU
গুহায়না https://joshuaproject.net/people_groups/11976/SU

ধর্মগ্রন্থ

“পার্স বা ব্যাগ বা চপ্পল নেবেন না; এবং রাস্তায় কাউকে অভিবাদন জানাবেন না।”

লুক ১০:৪ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- এই শহরের ৩৪টি ভাষা, বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত ইউইউপিজি গুলির মধ্যে খ্রীস্টের গুনগানকারী গীর্জার সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং নেতৃত্বের একটি যুগান্তকারী সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করুন।
- ২৪/৭ প্রার্থনা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং স্বর্গ থেকে বার্তা শোনার জন্য যীশুর অনুসারীদের হৃদয় উন্মুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করুন।
- নেতৃত্বের স্কুলগুলির বিকাশ এবং গীর্জা স্থাপনকারীরা যাতে সমাজের প্রতিটি স্থানে যায় তার জন্য প্রার্থনা করুন।
- ঈশ্বরের রাজ্য নেমে আসার চিহ্ন, বিস্ময় এবং ক্ষমতার জন্য প্রার্থনা করুন।

কুয়ালা লামপুর, মালয়েশিয়া

কুয়ালা লামপুর হল মালয়েশিয়ার রাজধানী, এখানে ৮.৬ মিলিয়ন লোক বসবাস করে। এই শহরটি সুপরিচিত এখানকার অত্যাধুনিক স্কাইলাইনের এর জন্য বিশেষত ৪৫১-মিটার লম্বা পেট্রোনাস ট্যুইন টাওয়ার এর জন্য, কাঁচ এবং ইস্পাত দিয়ে বানানো ইসলামিক মোটিফ দিয়ে সজ্জিত একজোড়া সুউচ্চ টাওয়ার।

কুয়ালা লামপুরের মানুষ বৈচিত্র্যময়, যার মধ্যে অধিকাংশ হল জাতিগত ভাবে মালয় গোষ্ঠীর মানুষ। পরবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা হল জাতিগত ভাবে চীন দেশীয়, তারপরে যথাক্রমে ভারতীয়, শিখ, ইউরেশিয়ান, ইউরোপিয়ান এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যক অভিবাসী। উদার অবসরের ভিসা নীতি একজন আমেরিকান নাগরিককে এই দেশে ১০ বছর বসবাস করার অনুমতি দেয়।

কুয়ালা লামপুরের ধর্মীয় মিশ্রণও বৈচিত্র্যময়, যেখানে মুসলিম, বৌদ্ধ, এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা পাশাপাশি বসবাস করে এবং নিজ নিজ ধর্ম পালন করে। মোটামুটি ভাবে জনসংখ্যার ৯% হল খ্রীস্টান। মালয়েশিয়ায় ধর্মান্তরিত করা অনুমোদিত। এমনকি, অনেক পর্যটক- ভিত্তিক অনেক হোটেল তাদের রুমগুলিতে একটি করে বাইবেল রেখে দেয়।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

বাওইয়ান https://joshuaproject.net/people_groups/10740/MY

বার্মিজ https://joshuaproject.net/people_groups/11029/MY

গুজরাটি https://joshuaproject.net/people_groups/11982/MY

মালয় https://joshuaproject.net/people_groups/13437/MY

দক্ষিন এশিয় (তেলেগু) https://joshuaproject.net/people_groups/15324/MY

ধর্মগ্রন্থ

"প্রজ্ঞার দিকে কান দাও এবং বোঝার দিকে মনোনিবেশ করো। অন্তর্দৃষ্টির জন্য চিৎকার করো এবং বোঝার জন্য বলো।"

প্রোভার্বস্ ২:২-৩ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- বাইবেল কলেজ এবং সেমিনারি থাকা সত্ত্বেও, অনেক ছোট গীর্জার কোন যাজক নেই। প্রার্থনা করুন গ্রাজুয়েটরা যেন প্যারিশ মিনিস্ট্রির ডাক অনুভব করে এবং নতুন বিশ্বাসীদের শিষ্যত্ব প্রদান করে।
- ২০২২ সালে নির্বাচিত নেতাদের নতুন দলের জন্য প্রার্থনা করুন যাতে তারা মধ্যপন্থী এবং রক্ষণশীল মুসলিম উভয়ের পাশাপাশি কুয়ালালামপুরে বসবাসকারী বিভিন্ন সংখ্যালঘুদের সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টায় সফল হন।
- কুয়ালা লামপুরের সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রার্থনা করুন যেন তারা যীশুর সম্পর্কে জানে এবং সেই বার্তা তাদের পরিবারের কাছে নিয়ে যায়।

১৫তম দিন **২৪শে মার্চ**

মেকাসার, ইন্দোনেশিয়া

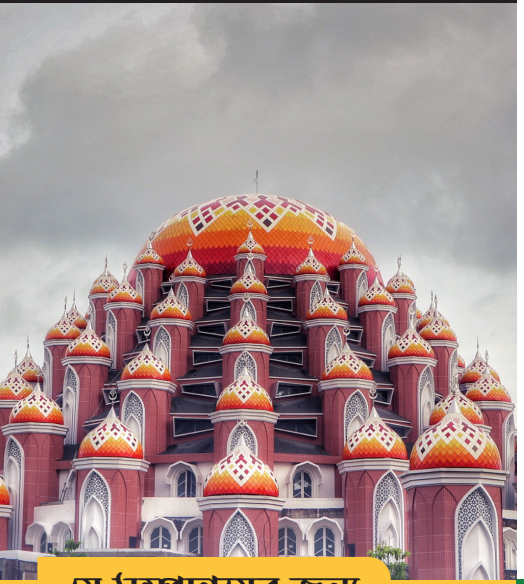

পূর্বে উজুং পানডাং নামে পরিচিত, মেকাসার, হল ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ সুলায়েসি প্রদেশের রাজধানী। এটি পূর্ব ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহর, এবং ১.৭ মিলিয়ন মানুষের বাসস্থান। এখানেই রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ততম এয়ারপোর্ট।

ইসলাম হল মেকাসারের প্রধান ধর্ম, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার মোট জনসংখ্যার ১৫% হল খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী। বেশ কিছু খ্রীস্টান ধর্মসভা সুলায়েসি দ্বীপে রয়েছে, যদিও তার বেশিরভাগই রয়েছে উত্তর অঞ্চলে।

সাম্প্রতিক বছরে সরকার "ট্রান্সমাইগ্রেশন" নামে পুরানো ডাচ নীতি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি জাভায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমানোর জন্য ভূমিহীন লোকেদের বাইরের দ্বীপগুলিতে নিয়ে যাওয়ার একটি পরিকল্পনা। তাদেরকে জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য জমি, টাকা এবং সার দেওয়া হয় যাতে তারা একটি ছোট খামার শুরু করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, গভীর সামাজিক বিভাজনের ফলে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

কোস্টাল কঞ্জো https://joshuaproject.net/people_groups/12780/ID

হাক্কা হান চাইনিজ
https://joshuaproject.net/people_groups/12054/ID

ইন্দোনেশিয়ান https://joshuaproject.net/people_groups/18503/ID

মাকাসসার https://joshuaproject.net/people_groups/13235/ID

ওয়াকাটোবি https://joshuaproject.net/people_groups/15620/ID

ধর্মগ্রন্থ

"খেয়াল রেখো কেউ যেন তোমাকে ফাঁপা এবং প্রতারণামূলক দর্শনের কথায় বন্দী না করে, যা খ্রীষ্টের পরিবর্তে মানব ঐতিহ্য এবং এই বিশ্বের মৌলিক আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করে।"

কলোসিয়ানস্ ২:৮ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- মেকাসারে খ্রীস্টানদের মধ্যে পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রার্থনা করুন। অনেক মন্ডলীর মধ্যেই আধ্যাত্মিক জীবনের অভাব রয়েছে।
- নতুন পেনেকস্টাল গীর্জাগুলির দ্রুত বৃদ্ধির কারণে যাজক এবং সাধারণ নেতাদের শিষ্যত্ব প্রদান প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রার্থনা করুন যেন প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং উপকরণ তাদের কাছে উপলব্ধ থাকে।
- বেশিরভাগ মহিলা অভিবাসী শ্রমিক, বাড়িতে এবং দোকানে কাজ করে। প্রার্থনা করুন তারা যেসব বিশ্বাসীদের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাদের মাধ্যমে যীশুর ভালোবাসা খুঁজে পায়।
- শান্তি খুঁজতে জোরকরে নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছেন এমন মানুষদের জন্য প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন তারা যেন যীশুর অনুসরণকারীদের দেখা পায় যারা তাদের পরিচর্যা করতে পারবেন।

১৬তম দিন **২৫শে মার্চ**

মাশহাদ, ইরান

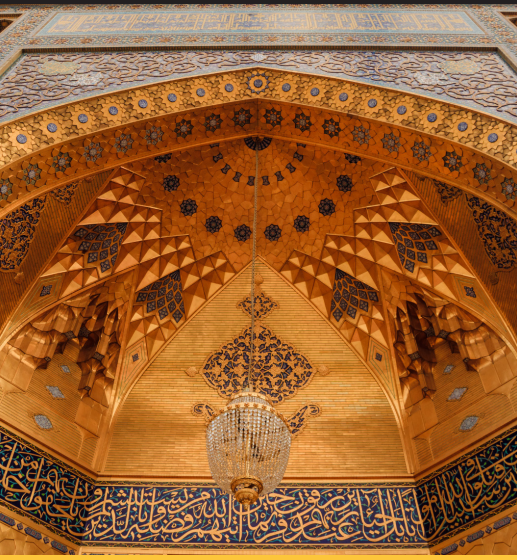

মাশহাদ হল উত্তরপূর্ব ইরানের একটি শহর যেখানে ৩.৬ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পবিত্র শহর হিসাবে, মাশহাদ মুসলিমদের ধর্মীয় তীর্থযাত্রার কেন্দ্রবিন্দু এবং একে "ইরানের আধ্যাত্মিক রাজধানী" বলে নামকরণ করা হয়েছিল, যা প্রতি বছর ২০ মিলিয়নেরও বেশি পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করে। এদের মধ্যে অনেকেই ইমাম রেজার মাজারে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন, যিনি ছিলেন অষ্টম শিয়া ইমাম।

মাশহাদ এই দেশের ধর্মীয় অধ্যয়নেরও কেন্দ্রবিন্দু, এখানে ৩৯টি সেমিনারি এবং অসংখ্য ইসলামিক স্কুল রয়েছে। এখানকার ফিরদৌসি ইউনিভার্সিটি আশেপাশের দেশগুলির শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করে।

বাকি ইরানের মতই, মাশহাদের মুসলিমরা শিয়া ধর্ম পালন করে, যা তাদের বেশিরভাগ আরব রাষ্ট্রের প্রতিবেশীর সাথে বিরোধিতা তৈরি করে। যদিও বিশ্বাসের এই দুটি বিভাগের মধ্যে অনেক কিছুই একে অপরের সাথে জড়িয়ে গেছে, কিন্তু ইসলামিক আইনের ব্যাখ্যা এবং আচার-অনুষ্ঠানগত যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ইরানের সংবিধান খ্রীস্টান সহ তিনটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দিলেও, এখানে ঘন ঘন নিপীড়ন দেখতে পাওয়া যায়। বাইবেল নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো একটি মৃত্যুদন্ডযোগ্য শাস্তিমূলক অপরাধ এবং ফার্সি ভাষায় বাইবেল মুদ্রণ বা আমদানির বিরুদ্ধে কঠোর আইন রয়েছে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

আফসারি https://joshuaproject.net/people_groups/19409/IR

হাজারা https://joshuaproject.net/people_groups/12076/IR

কুরমাঞ্জি কুর্দ https://joshuaproject.net/people_groups/12877/IR

পার্শিয়ান https://joshuaproject.net/people_groups/14371/IR

সাদার্ন পাশ্তুন https://joshuaproject.net/people_groups/14327/IR

ধর্মগ্রন্থ

"খেয়াল রেখো কেউ যেন তোমাকে ফাঁপা এবং প্রতারণামূলক দর্শনের কথায় বন্দী না করে, যা খ্রীষ্টের পরিবর্তে মানব ঐতিহ্য এবং এই বিশ্বের মৌলিক আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করে।"

কলোসিয়ানস্ ২:৮ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- ইরানি মহিলাদের জন্য প্রার্থনা করুন যারা শাসকের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন।
- প্রার্থনা করুন ইরানের গোপন যীশু আন্দোলনের নেতারা পবিত্র আত্মার নেতৃত্বে তাদের বিশ্বাস শেয়ার করে নেওয়ার ক্ষেত্রে যেন সংবেদনশীল হয়।
- জাগ্রোস পর্বতমালায় বসবাসকারী যাযাবর মানুষদের জন্য প্রার্থনা করুন। খ্রীস্টান দলগুলি তাদের পৌঁছানোর পর যেন গ্রহণযোগ্য শ্রোতা খুঁজে পায় তার জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন যেন এই রমজানের ঋতুতে, মাশহাদের তীর্থযাত্রীরা পুনরাবির্ভূত যীশুর একটি প্রকাশ দেখতে পায় এবং তাঁর মাধ্যমে আশার আলো খুঁজে পায়।

১৭তম দিন **২৬শে মার্চ**

মক্কা, সৌদি আরব

মক্কা, হল ইসলামের পবিত্রতম শহর, ইসলামের জন্মস্থান এবং একটি ধর্মীয় কেন্দ্র যার দিকে ফিরে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মুসলিম প্রার্থনা করে। এই শহরে শুধুমাত্র মুসলিমদের প্রবেশাধিকার রয়েছে, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলিম এখানে বার্ষিক হজ্ব(তীর্থযাত্রা) করতে আসে।

সপ্তম শতাব্দী থেকে, কেন্দ্রীয় মসজিদ আল-হারাম (পবিত্র মসজিদ) কাবা ঘিরে রেখেছে, যা হল কাপড়ে ঢাকা একটি ত্রিমাত্রিক কাঠামো যা ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র উপাসনালয়।

প্রায় ১,৪০০ বছর আগে সৌদি আরবে ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল, যখন প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ, ঘোষণা করেছিলেন যে আরব উপদ্বীপে অন্য কোন ধর্ম থাকা উচিত নয়। এখনও এখানে সরকারী মতবাদ অনুযায়ী প্রকাশ্যে অন্য কোন ধর্ম পালন করা যাবে না, তবে ব্যক্তিগতভাবে ঘরের ভিতর যাতে অ-মুসলিমরা ধর্ম পালন করতে পারে তার জন্য কিছু সহনশীলতা রয়েছে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

নাজদি সৌদি আরব
https://joshuaproject.net/people_groups/10759/SA

হিজাজি সৌদি আরব
https://joshuaproject.net/people_groups/14784/SA

ওমানি আরব
https://joshuaproject.net/people_groups/10378/SA

ধর্মগ্রন্থ

“কিন্তু ভালো মাটিতে পড়া বীজ বোঝায় এমন একজনকে যে বাণী শোনে এবং বোঝে।”

ম্যাথিউ ১৩:২৩ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- যীশুকে মহিমান্বিত করার জন্য এবং এই শহরের ২১টি ভাষা, বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আত্মার নেতৃত্বে খ্রীস্টের গুনগানকারী বাড়ি গীর্জা তৈরি হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।
- এই মহান শহরের জন্য পৃথিবীর প্রতিটি দেশ থেকে উঠে আসা প্রার্থনার একটি শক্তিশালী আন্দোলনের জন্য প্রার্থনা করুন।
- উদ্ঘাটন এবং দেবদূত দর্শনের প্রাদুর্ভাবের জন্য প্রার্থনা করুন।
- সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে সৌদি প্রার্থনা যোদ্ধারা যেন ঈশ্বরের রাজ্য নিয়ে আসতে পারে তার জন্য প্রার্থনা করুন।

মেদান, ইন্দোনেশিয়া

মেদান হল ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রা প্রদেশের রাজধানী এবং সবচেয়ে বড় শহর। ইসলামিক এবং ইউরোপিয়ান শৈলীর সমন্বয়ে তৈরি, মেদানের বিশাল মাইমুন প্রাসাদ এবং অষ্টভুজাকৃতি প্রকান্ড মসজিদ শহরের কেন্দ্রে প্রাধান্য পেয়েছে।

এই শহরের অবস্থান একে পশ্চিম ইন্দোনেশিয়ার প্রধান আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র করে তুলেছে, যেখানে থেকে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি হয়। বেশ কিছু আন্তর্জাতিক কোম্পানি মেদানে তাদের অফিস চালাচ্ছে।

এই শহরে ৭২টি রেজিস্টার্ড ইউনিভার্সিটি, পলিটেকনিক এবং কলেজ রয়েছে, এবং এটি ২.৪ মিলিয়ন মানুষের বাসস্থান।

মেদানের বেশিরভাগ বাসিন্দাই হল মুসলিম, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৬%। উল্লেখযোগ্য খ্রীস্টান জনসংখ্যার মধ্যে (মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫%) রয়েছে ক্যাথোলিক, মেথোডিস্ট, লুথেরানস্ এবং বাতাক খ্রীস্টান প্রোটেস্টান্ট চার্চ বা গীর্জা। জনসংখ্যার প্রায় ৯% হল বৌদ্ধ এবং অল্প কিছু হিন্দু, কনফুসিয়ান ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষও রয়েছে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

আচিনিজ https://joshuaproject.net/people_groups/10144/ID

বাতাক আংকোলা https://joshuaproject.net/people_groups/10718/ID

ক্লুয়েত https://joshuaproject.net/people_groups/10247/ID

মান্ডাইলিং https://joshuaproject.net/people_groups/10721/ID

মিনানকাবাউ https://joshuaproject.net/people_groups/13724/ID

ধর্মগ্রন্থ

"তোমার সাথে যে বিদেশী বাস করে, সে তোমার কাছে তোমার স্থানীয় লোকের মত হবে এবং তুমি তাকে নিজের মত ভালবাসবে, কারণ তুমি মিশর দেশে বিদেশী ছিলে; আমিই ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর।"

লেভিটিকাস ১৯:৩৪ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- মেদানের বিভিন্ন খ্রীস্টান গ্রুপগুলির মধ্যে ঐক্যের জন্য প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন যেন তারা তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের কাছে যীশুর ভালোবাসা শেয়ার করার জন্য একসাথে কাজ করে।
- ইসলাম এবং হিন্দু লোকধর্মের অনুসরণকারী মানুষদের যাদুবিদ্যার দিকে পরিচালিত করে এমন বিভ্রমের আত্মার চেতনা দূর করার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করুন।
- আদিবাসী গীর্জাগুলির নেতাদের জন্য প্রার্থনা করুন যারা মেদানের কারখানা এবং বন্দরগুলিতে কাজ করা অভিবাসীদের পরিচর্যা করছেন।
- মেদানের বিভিন্ন কথ্য ভাষায় বাইবেলের অনুবাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

১৯তম দিন **২৮শে মার্চ**

মোগাদিশু, সোমালিয়া

মোগাদিশু, রাজধানী শহর এবং প্রধান বন্দর, সোমালিয়ার বৃহত্তম মেট্রোপলিটন এলাকা, ভারত মহাসাগরের উপরে নিরক্ষরেখার ঠিক উত্তরে অবস্থিত। এই শহরে ২.৬ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে।

চল্লিশ বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধ এবং গোষ্ঠী সংঘর্ষ এই দেশকে ধ্বংস করেছে এবং উপজাতীয় সম্পর্ককে দুর্বল করেছে, সোমালিয়ার জনগণকে বিভক্ত করে রেখেছে। দশকের পর দশক ধরে, মোগাদিশু ইসলামিক জঙ্গিদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে যারা সোমালিয়া এবং আশেপাশের দেশগুলিতে যীশু অনুসরণকারীদের ওপর নিপীড়ন করছে।

স্থিতিশীলতার কিছু পরিমিত স্তর অবশেষে এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখন এখানে একটি সংসদ(পার্লামেন্ট) আছে, এবং আল-শাবাব জঙ্গি গোষ্ঠী এই শহর ছেড়ে চলে গেছে। যদিও, গ্রামীণ এলাকাগুলোতে তাদের প্রভাব এখনও বজায় রয়েছে, এবং প্রকৃত স্থিতিশীলতা এখনও কয়েক যোজন দূরে।

সোমালিয়া অনেক বেশি পরিমাণে মুসলিম, জনসংখ্যার ৯৯.৭% হল মুসলিম। এখানে খ্রীস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে একটি নেতিবাচক কুসংস্কার রয়েছে যা এই অঞ্চলে যীশু-অনুসরণকারীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি হওয়ার ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

সোমালি https://joshuaproject.net/people_groups/14983/SO

ওমানি আরব https://joshuaproject.net/people_groups/10378/SO

দক্ষিন বালোচ https://joshuaproject.net/people_groups/15034/SO

ধর্মগ্রন্থ

"এবং শিষ্যরা সর্বত্র গিয়ে প্রচার করলেন, এবং প্রভু তাদের মাধ্যমে কাজ করলেন, তারা যা বলেছেন তা অনেক অলৌকিক চিহ্ন দ্বারা নিশ্চিত করলেন।"

মার্ক ১৬:২০ (এনএলটি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- প্রতিটি প্রতিবেশী, এই শহরের ২১টি ভাষা, বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে খ্রীস্টের গুনগানকারী শান্তির বাড়ি গীর্জার সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুন।
- গসপেল সার্জ টিমের জন্য অতিপ্রাকৃত জ্ঞান, সাহস এবং সুরক্ষার প্রার্থনা করুন কারণ তারা গীর্জা স্থাপন করার জন্য সবরকম ঝুঁকি নিচ্ছেন।
- যীশুর অনুসরণকারীদের সুরক্ষা এবং নিরাপদে রাখতে প্রার্থনার একটি শক্তিশালী আন্দোলনের জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন শান্তির রাজপুত্র যেন যীশুর অনুসরণকারীদের প্রশিক্ষণ এবং টুলস্ এর মাধ্যমে শক্তিশালী করেন।
- সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাদের ছাপিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য নেমে আসার চিহ্ন, বিস্ময় এবং ক্ষমতার জন্য প্রার্থনা করুন।

এনজামিনা, চ্যাড

এনজামিনা হল চ্যাডের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর। এটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ক্যামেরুন সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত এবং এখানকার জনসংখ্যা হল ১.৬ মিলিয়ন।

চ্যাড হল একটি স্থলবেষ্টিত দেশ এবং একে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যদিও আয়তনের দিক থেকে এটি আফ্রিকার পঞ্চম বৃহত্তম দেশ, তবে উত্তর দিকের বেশিরভাগ অংশই সাহারা মরুভূমির মধ্যে পড়ে এবং এই অংশে খুব কম জনবসতি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য তুলা চাষ করে অথবা গবাদি পশুপালন করে। একটি নতুন তেল উৎপাদনকারী শিল্পসংস্থা এখানে তাদের কাজকর্ম শুরু করার প্রক্রিয়া করছে।

প্রতিবেশী দারফুর, ক্যামেরুন এবং নাইজেরিয়া সহ দেশের ভিতরের বিদ্রোহী এবং দস্যুরা এই দেশটিকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। এরা অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং খ্রীস্টান মন্ত্রণালয়গুলির উপর বাধার সৃষ্টি করে।

ইসলাম হল চ্যাডের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় গোষ্ঠী, জনসংখ্যার ৫৫% হল মুসলিম। মোট জনসংখ্যার ২৩% হল ক্যাথোলিক খ্রীস্টান এবং ১৮% হল প্রোটেস্টান্ট খ্রীস্টান। দেশের উত্তর দিকের অংশে মুসলিমরা বাস করে এবং এনজামিনা সহ, দেশের দক্ষিণ দিকের অংশে খ্রীস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বসবাস করে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

বাজ্জারা শুয়া আরব
https://joshuaproject.net/people_groups/14926/CD

ডেফ https://joshuaproject.net/people_groups/19007/CD

হাউসা https://joshuaproject.net/people_groups/12070/CD

ধর্মগ্রন্থ

"কিন্তু তোমার জন্য, যাও এবং সর্বত্র ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা করো।"

লুক ৯:৬০ (এএমপি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- প্রার্থনা করুন যে চ্যাডিয়ান অ্যারাবিক খ্রীস্টান রেডিও দলটি সমগ্র অঞ্চলের মুসলমানদের কাছে একটি প্রভাব অব্যাহত রাখবে।
- ৩০ বছরের স্বৈরাচারের পরে ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত নতুন সরকারের জন্য প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন এই নেতাদের জ্ঞানের জন্য এবং এটি যেন একটি সমঝোতার সরকার হয়।
- এনজামিনা-তে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী যারা ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করার কাজ করছে সেই দলের জন্য প্রার্থনা করুন।
- এনজামিনা এবং সমস্ত চ্যাডের মানুষদের জন্য সাম ৬৭ সঙ্গীতটি প্রার্থনা করুন।

২১তম দিন **৩০শে মার্চ**

নোয়াকশট, মউরিটেনিয়া

নোয়াকশট হল মউরিটেনিয়ার রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর। এটি সাহারার বৃহত্তম শহরগুলির মধ্যে একটি যার জনসংখ্যা ১.৫ মিলিয়ন। একইসঙ্গে এটি আফ্রিকার নতুন রাজধানী শহরগুলির মধ্যে একটি, ১৯৬০ সালে ফ্রান্সের কাছ থেকে মউরিটেনিয়ার স্বাধীনতার পর এই রাজধানীর নামকরণ করা হয়।

এই রাজধানী শহরটিতে আটলান্টিকের গভীর-জলের একটি বন্দর রয়েছে, যার মধ্যে বেশিরভাগ অংশই সাম্প্রতিককালে চীনারা তৈরি করেছে। নোয়াকশটের অর্থনীতি নির্ভর করে সোনা, ফসফেট এবং তামার খনি সহ আশেপাশের অঞ্চলের কারখানার উপর যেখানে প্রধাণত সিমেন্ট, রাগ, এমব্রয়ডারি, কীটনাশক এবং টেক্সটাইল তৈরি হয়।

মউরিটেনিয়া অপরাধ প্রবণ এলাকা, এবং পশ্চিমের লোকেরা যারা এই রাজধানী শহরের বাইরে অভিযানে বের হয় তাদেরকে প্রায় সময়ই মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়।

নোয়াকশট সহ পুরো মউরিটেনিয়া জুড়ে গসপেল বা সুসমাচার প্রচারের চ্যালেঞ্জগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জনসংখ্যার ৯৯.৮% হল সুন্নি মুসলিম। ধর্মীয় স্বাধীনতা এখানে নিষিদ্ধ, এবং ইসলামের অনুসরণকারীরা যারা খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় তাদেরকে পরিবার এবং সমাজ থেকে বহিস্কৃত করা হয়।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

জোলা-ফনই https://joshuaproject.net/people_groups/11568/MR
পুলার ফুলানি https://joshuaproject.net/people_groups/15622/MR
মুর https://joshuaproject.net/people_groups/13592/MR
সোনিনকে https://joshuaproject.net/people_groups/14996/MR

ধর্মগ্রন্থ

“এবং রাজ্যের এই সুসমাচার সমস্ত জাতির কাছে সাক্ষ্য হিসাবে সারা বিশ্বে প্রচার করা হবে, এবং তারপর শেষের দিন আসবে।”

ম্যাথিউ ২৪:১৪ (এনজেকেভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- এই প্রতিকূল পরিবেশে সুসমাচার আনার জন্য নোয়াকশট-এ প্রবেশকারী সংস্কৃতি দলের জন্য প্রার্থনা করুন।
- এই পবিত্র রমজান মাসে হাজার হাজার মুসলমানের কাছে পবিত্র আত্মা যেন যীশুর দর্শন নিয়ে আসে তাঁর জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রচণ্ড খরা এবং ভগ্ন অর্থনীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রতি ঈশ্বরের করুণার জন্য প্রার্থনা করুন।
- দাসত্ব এখানে একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। এই সমস্ত লোকেদের স্বাধীনতার জন্য এবং তারা যাতে খ্রীষ্টে প্রকৃত স্বাধীনতা জানতে পারে তাঁর জন্য প্রার্থনা করুন।

২২তম দিন **৩১শে মার্চ**

ওয়াগাডুগু, বুর্কিনা ফাসো

আউগাডুগু, বা ওয়াগাডুগু, হল বুর্কিনা ফাসো-র রাজধানী, এবং এই দেশের প্রশাসনিক, যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্র। একইসঙ্গে এটা এই দেশের সবচেয়ে বড় শহর, এখানকার জনসংখ্যা হল ৩.২ মিলিয়ন। এই শহরের নামটি প্রায়শই ছোট করে আউগা করা হয়। এখানকার বাসিন্দাদের বলা হয় "আউগালাইস"।

কট্টরপন্থী জিহাদি মুসলিম গোষ্ঠীর উত্থান বা অন্য জায়গা থেকে আগমন বুর্কিনা ফাসো -তে একটি বড় অশান্তি নিয়ে এসেছে। এই ইসলামি গোষ্ঠীগুলি খ্রীস্টান এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই টার্গেট করে এবং হত্যা করে। এই আক্রমণগুলি, সেইসঙ্গে বিদ্যমান জাতিগত উত্তেজনা, বিদ্রোহী গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এই সব কিছুর কারণে ২০২২ সালে একটি নয় বরং দুটি মিলিটারি অভ্যুত্থান হয়েছিল।

উপরে উপরে দেখলে, এই দেশের জনসংখ্যার প্রভাবশালী অংশ খ্রীস্টান বলে মনে হয়, জনসংখ্যার ২০% অংশ নিজেদেরকে খ্রীস্টান বলে চিহ্নিত করে। যাইহোক, আত্মা বিশ্বের শক্তি কখনো ভাঙা হয়নি। কেউ কেউ বলে এই দেশের ৫০% মুসলিম, ২০% খ্রীস্টান এবং ১০০% অ্যানিমিস্ট। এমনকি কিছু কিছু গীর্জাতেও জাদুবিদ্যার শক্তি প্রদর্শিত হতে দেখা যায়।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

বোবো মাদারে https://joshuaproject.net/people_groups/10902/UV

মারকা ডাফিং https://joshuaproject.net/people_groups/13550/UV

লোবি https://joshuaproject.net/people_groups/13082/UV

নর্দান বিরিফোর https://joshuaproject.net/people_groups/10870/UV

তামাশেখ টুয়ারেগ https://joshuaproject.net/people_groups/15607/UV

ধর্মগ্রন্থ

"কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা তোমার উপর আসবেন তখন তুমি শক্তি পাবে; এবং জেরুজালেমে, সমস্ত জুডিয়া ও সামারিয়াতে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।"

অ্যাক্টস্ ১:৮ (এএমপি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- প্রার্থনা করুন পুনরার্বিভূত খ্রীস্ট যেন তাঁর শক্তি প্রদর্শন করে এবং মানুষকে মুক্ত করে।
- একটি স্থিতিশীল ও স্বচ্ছ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করুন।
- বাইবেল-কেন্দ্রিক নেতাদের জন্য প্রার্থনা করুন যাতে তারা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে উদিত হয় এবং তাদের লোকেদের জাদুবিদ্যা থেকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়।
- এখন ওয়াগাডুগুতে থাকা দলগুলোর জন্য প্রার্থনা করুন যারা সত্যিকারের যীশুতে তাদের বিশ্বাস ভাগ করে নেয়।

কোম, ইরান

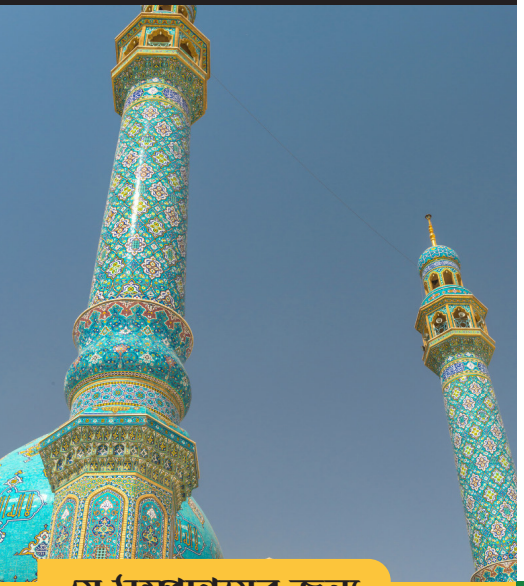

কোম হল উত্তর মধ্য ইরানের একটি শহর, তেহরান থেকে প্রায় ৯০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার জনসংখ্যা ১.৩ মিলিয়ন এবং তুলনামূলকভাবে ছোট হলেও এই শহরের যথেষ্ট ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। শিয়া ইসলামের কাছে কোম হল একটি পবিত্র শহর, এখানে রয়েছে ফাতিমা বিনত্ মুসা-র মাজার।

১৯৭৯ সালে বিপ্লবের পর থেকে, কোম ইরানের ধর্মগুরুদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, এখানে ৪৫,০০০ এরও বেশি ইমাম বা "আধ্যাত্মিক নেতা" বসবাস করেন। অনেক বড় বড় আয়াতুল্লাহ তেহরান এবং কোম দুই জায়গাতেই তাদের অফিস করে রেখেছেন।

যদিও ইরানের সংবিধান খ্রীস্টান ধর্মকে চারটি গ্রহণযোগ্য ধর্মের মধ্যে একটি বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু ব্যতিক্রম হল কেউ যদি ইসলাম থেকে খ্রীস্টান ধর্মে রূপান্তরিত হয়, তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে। তা সত্ত্বেও, বিগত কয়েক বছরে প্রচুর সংখ্যক মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছেন। কেউ কেউ অনুমান করেন সংখ্যাটা তিন মিলিয়নের মতন বেশি হতে পারে, যদিও এই সংখ্যাটা সঠিকভাবে অনুমান করা শক্ত কারণ অনেক বাড়ি গীর্জা তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং দেখাসাক্ষাৎ সমস্ত কিছু গোপনেই করে।

সংখ্যাটা যাই হোক না কেন, এই শহর এবং এই দেশে ক্রমবর্ধমান যীশু আন্দোলনের জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতেই পারি।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

আফসারি https://joshuaproject.net/people_groups/19409/IR
আজেরি তুর্ক https://joshuaproject.net/people_groups/18859/IR
সার্দান তাতি https://joshuaproject.net/people_groups/18806/IR
টার্কিক খালাজ https://joshuaproject.net/people_groups/12648/IR

ধর্মগ্রন্থ

"সমগ্র দেশের মধ্যে তাঁর মহিমা ঘোষণা করো, সমস্ত জাতির মধ্যে তাঁর আশ্চর্যের কথা ঘোষণা করো।"

১ ক্রনিকেলস্ ১৬:২৪ (এনকেজেভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- কোম-এর গোপন যীশু আন্দোলনের নেতাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন এই রমজান মাসে যেন পবিত্র আত্মার চিহ্ন, বিস্ময়, স্বপ্ন এবং দর্শন ইরানের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে।
- দেশের উত্তরাঞ্চলের তুর্কি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় কোনো খ্রীস্টান প্রভাব নেই। প্রার্থনা করুন যে তারা তাদের কাছে পাঠানো দলগুলির শান্তির পুরুষদের বুঝতে পারবে এবং সুসমাচার শেয়ার করতে সক্ষম হবে।
- এই শহর এবং এই দেশে তাঁর গীর্জা বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান।

সানা, ইয়েমেন

বহু শতাব্দী ধরে, ইয়েমেনের রাজধানী সানা, এই দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কেন্দ্র। পুরনো শহরটি হল ইউনেস্কোর একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। কিংবদন্তি অনুযায়ী, নোয়ার তিন ছেলের মধ্যে একজন ছিল সেম, এবং তিনিই ইয়েমেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ছয় বছর আগে একটি নৃশংস গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আজ ইয়েমেন বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ মানবিক সংকটের আবাসস্থল। তারপর থেকে, চার মিলিয়নেরও বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে এবং যুদ্ধের ফলে ২৩৩,০০০ জন নিহত হয়েছে। বর্তমানে, ইয়েমেনে ২০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ রয়েছেন যারা তাদের বেঁচে থাকার জন্য কিছু মাত্রায় মানবিক সহায়তার উপর নির্ভর করেন।

জনসংখ্যার .১ শতাংশেরও কম খ্রীস্টান। বিশ্বাসীরা গোপনে এবং শুধুমাত্র ছোট গ্রুপে দেখা করে, বিপদজনক বিরোধিতার মুখোমুখি হয়। যীশুর বার্তার রেডিও সম্প্রচার, সতর্ক সাক্ষী, এবং মুসলিম জনগণের মধ্যে প্রাকৃতিক স্বপ্ন ও দর্শন এই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে সুসমাচারের সুযোগ তৈরি করছে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

নর্দান ইয়েমেনি আরব
https://joshuaproject.net/people_groups/14715/YM

তিহামি আরব https://joshuaproject.net/people_groups/15484/YM

সুদানিজ আরব https://joshuaproject.net/people_groups/15104/YM

ধর্মগ্রন্থ

“প্রভুর জন্য অপেক্ষা কর; শক্ত হও এবং তোমার হৃদয়কে সাহসী হতে দাও; হ্যাঁ, প্রভুর জন্য অপেক্ষা করো।”

সাম ২৭:১৪ (এনএএস)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- নর্দান ইয়েমেনি আরব, সার্দান ইয়েমেনি আরব এবং সুদানিজ আরবদের মধ্যে গীর্জা প্রতিষ্ঠা করে হয়েছে বলে দেশে শান্তি এবং নিরাময় নেমে আসুক তার জন্য প্রার্থনা করুন।
- গসপেল সার্জ টিমের জন্য প্রার্থনা করুন যেহেতু তারা গীর্জা স্থাপন করে। সুরক্ষা, প্রজ্ঞা এবং সাহসের জন্য প্রার্থনা করুন।
- এই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত শহরকে উত্থাপন করতে সর্বত্র খ্রিস্টানদের ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থনার একটি শক্তিশালী আন্দোলনের জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন প্রভু যেন এই শহরের উপর করুণা করেন এবং গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটান যা এই দেশকে ধ্বংস করছে।
- প্রার্থনা করুন করুণা, দরিদ্রদের উপহার দেওয়া এবং খোলা মনে তাঁর রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করার মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্য নেমে আসুক।

সুরাবায়া, ইন্দোনেশিয়া

সুরাবায়া হল ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের অন্তর্গত একটি বন্দর শহর। এটি একটি প্রাণবন্ত, বিস্তৃত মহানগর, এখানে ক্যানাল সহ আধুনিক আকাশছোঁয়া বিল্ডিং এবং প্রাচীনকালের ডাচ ঔপনিবেশিক স্থাপত্য একইসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে একটি সমৃদ্ধ চায়নাটাউন এবং একটি আরব কোয়ার্টার রয়েছে, যেখানকার অ্যাম্পেল মসজিদ ১৫ শতকে তৈরি হয়েছিল। এছাড়াও সুরাবায়া-তে রয়েছে আল-আকবর মসজিদ, যা পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম মসজিদ।

সুরাবায়া হল ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং এখানকার জনসংখ্যা হল ৩ মিলিয়ন। এই শহরটি "বীরদের শহর" নামেও পরিচিত হয় ১৯৪৫ সালের ৩০শে অক্টোবরের যুদ্ধের জন্য, যা এই দেশের স্বাধীনতার লড়াইকে শক্তিশালী করেছিল।

এই শহরের জনসংখ্যার ৮৫% হল মুসলিম, যেখানে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথোলিক জনসংখ্যা মিলিতভাবে ১৩%। এখনকার নতুন আইন খ্রীস্টানদের নির্মাণের অনুমতি দেয় না, ফলে অনেক গীর্জা এবং খ্রীস্টান মালিকানাধীন বিল্ডিং ধ্বংস করা হয়েছে। অনেক খ্রীস্টান গেরেজা কেজাওয়ান-এ উপাসনা করে, এটি একটি সমন্বিত ধর্মীয় আন্দোলন যা জাভার ঐতিহ্যবাহী ধর্মের সাথে খ্রিস্টান ধর্মকে মিলিত করেছে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

ডেফ https://joshuaproject.net/people_groups/19007/ID

জাভা বানিউমাসান https://joshuaproject.net/people_groups/12331/ID

কাঞ্জিন https://joshuaproject.net/people_groups/18746/ID

ওসিং https://joshuaproject.net/people_groups/10666/ID

তেঙ্গার https://joshuaproject.net/people_groups/15341/ID

ধর্মগ্রন্থ

"কারণ প্রভু আমাদের এই আদেশ দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, 'পৃথিবীর দূরতম কোণে পরিত্রাণ আনতে, আমি তোমাকে অ-ইহুদিদের জন্য আলো বানিয়েছি।"

অ্যাক্টস্ ১৩:৪৭ (এনএলটি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- গীর্জার নেতারা যাতে ক্রমবর্ধমান নিপীড়নের মুখে দাঁড়িয়েও দৃঢ় বিশ্বাস বজায় রাখতে পারে তার জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন বিশ্বাসীদের ওপর যেন পবিত্র আত্মার শক্তি নেমে আসে এবং অ্যানিমিস্টিক অনুশীলনের প্রভাব ধ্বংস হয়।
- প্রার্থনা করুন যেন সুসমাচার ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু খ্রীস্টান জনগোষ্ঠীর জাতিগত গর্ব বাধা হয়ে উঠবে না।
- প্রার্থনা করুন যেন শহরের অভিবাসী এবং বাস্তুচ্যুত মানুষেরা কর্ম সংস্থানের সুযোগ পায়।

২৬তম দিন **৪ঠা এপ্রিল**

তবরিজ, ইরান

তবরিজ হল উত্তর-পশ্চিম ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের রাজধানী শহর। এটি ইরানের ষষ্ঠ বৃহত্তম শহর যেখানে ১.৬ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। এই শহরটি তবরিজ বাজার-এর জন্য বেশি পরিচিত, যা একসময় একটি প্রধান সিল্ক রোড বাজার ছিল। এই বিস্তৃত ইটের খিলানযুক্ত দালানটি আজও একইভাবে রয়েছে এবং এখানে এখনও কার্পেট, মশলা, গয়না ইত্যাদি কেনাবেচা হয়। ১৫ শতকের গোড়ার দিকে পুনর্নির্মিত নীল মসজিদ বা ব্লু মস্কটি তার প্রবেশদ্বারের খিলানে আসল টারকোয়েজ বা ফিরোজা মোজাইকের কাজ ধরে রেখেছে।

তবরিজ অটোমোবাইল, মেশিন টুলস, রিফাইনারিস্ বা শোধনাগার, পেট্রোকেমিক্যাল, টেক্সটাইল এবং সিমেন্ট-উৎপাদন শিল্পের জন্য একটি প্রধান ভারী শিল্প কেন্দ্র।

এখানকার অধিকাংশ নাগরিক আজারবাইজানি গোষ্ঠির শিয়া মুসলিম। আজারবাইজানি মানুষদের ইমামদের প্রতি অদম্য আগ্রহ এবং ভালোবাসা ইরানে বেশ পরিচিত একটা ব্যাপার। সেইসঙ্গে তবরিজের মানুষের আগ্রহ আছে সেন্ট মেরির আর্মেনিয়ান গীর্জার ওপর, যা ১২ শতকে নির্মিত হয়েছিল এবং এখনও ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে, গোয়েন্দা এজেন্ট কর্তৃক অ্যাসিরিয়ান খ্রীস্টান গীর্জা (প্রেসবিটেরিয়ান) এবং এখানকার ভবিষ্যতের সমস্ত উপাসনা পরিষেবা জোরপূর্বক বন্ধ করে দেওয়া হয়।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

সেন্ট্রাল তাতি https://joshuaproject.net/people_groups/18861/IR

হারজানি https://joshuaproject.net/people_groups/12067/IR

কারিগানি https://joshuaproject.net/people_groups/12541/IR

ধর্মগ্রন্থ

“আমি সেই পুরস্কার জয়ের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যার জন্য ঈশ্বর আমাকে যীশু খ্রীস্টের মধ্যে দিয়ে স্বর্গের দিকে ডেকেছেন।”

ফিলিপাইনস্ ৩:১৪ (এনআইভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- তবরিজের খ্রীস্টান নেতাদের ছোট দলগুলির নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন যেন তারা তাদের বাড়ি গীর্জাগুলিতে শিষ্যত্ব গ্রহণ চালিয়ে যেতে পারে।
- যীশুর ভালোবাসা শেয়ার করার উদ্দেশ্যে তবরিজে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দলগুলির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন।
- মন্ত্রণালয়ের টুলস্ ব্যবহার করে মুসলিম প্রতিবেশীদের জন্য দরজা খুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন মুসলমানরা যেন শক্তির রাতে একটি চিহ্ন পায়, যা থেকে যীশুর অনুগ্রহ তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শক্তির রাত

লায়লাত আল-কাদার, "শক্তির রাত", ইসলামি নবী মোহাম্মদের কাছে কোরানের প্রথম আয়াত বা শ্লোক নাযিল হওয়ার অর্থাৎ প্রকাশিত হওয়ার উদযাপন করে। এটি একটি ব্যতিক্রমী এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা—এই রাতে করা প্রার্থনা এবং ভালো কাজগুলি, হাজার মাস ধরে করা প্রার্থনা ও ভালো কাজের থেকেও বেশি মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়।

এই রাত "ভাগ্য বা নিয়তির রাত" বলেও পরিচিত যখন অনেকেই মনে করেন পরবর্তী বছরের জন্য তাদের ভাগ্য বা নিয়তি নির্ধারিত হয়েছে। তাই, এই রাতে আশীর্বাদ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এবং অনেকেই সারারাত ধরে প্রার্থনা করবেন। এমনকি অনেকে রমজানের শেষ দশদিন ধরে মসজিদেই থাকেন যাতে কোনভাবেই এই সময়টি ফসকে না যায়।

লায়লাত আল-কাদার এর তারিখ নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে, তবে সাধারণত এটি রমজানের শেষ দশ রাতের মধ্যেই পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেই বিষয়ে সবাই একমত। অনেক মুসলিম পন্ডিতদের মতে, সবচেয়ে সম্ভাব্য হল ২৬তম এবং ২৭তম দিনের মাঝের রাতটি।

এটাও বিশ্বাস করা হয় যে এই রাতে ফেরেশতা বা অ্যাঞ্জেল বা পরীরা পৃথিবী এবং স্বর্গের মধ্যে অবিরাম যাতায়াত করে, এবং প্রার্থনারত বিশ্বাসীদের ওপর আশীর্বাদ এবং শান্তি বর্ষণ করে।

এই রাতে যেভাবে প্রার্থনা করবেন:

লায়লাত আল-কাদার এর সময়, মুসলিমরা প্রকৃত মনোযোগের সাথে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে। প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর অলৌকিকভাবে তাদের স্বপ্ন এবং দর্শনে নিজেকে প্রকাশিত করে।

অনেক মুসলমান এই রাতে তাদের পাপ বা গুনাহ্ এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করুন তারা যেন যীশুর একটি প্রকাশ পায়, ঈশ্বরের মেষশাবক যিনি সমগ্র বিশ্বের পাপ দূর করেন (জন ১:২৯)।

এই নিয়তির রাতে যীশুর অনুসরণকারীদের, তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে যাতে গসপেল বা সুসমাচার শেয়ার করে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয় তার জন্য প্রার্থনা করুন।

তাসখন্দ, উজবেকিস্তান

উজবেকিস্তানের রাজধানী এবং মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম শহর তাসখন্দ, হল এই অঞ্চলের প্রধান অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ২.৬ মিলিয়ন মানুষ বসবাসকারী এই শহরে আধুনিক এবং সোভিয়েত যুগের স্থাপত্যের মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়।

অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের হাতে পতনের পর, মধ্যযুগ পর্যন্ত উজবেকিস্তান মঙ্গোলদের দখলে ছিল এবং ১৯৯১ সালে ইউএসএসআর বিলুপ্ত হওয়ার পরে অবশেষে উজবেকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করে। তারপর থেকে, উজবেকিস্তান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাটকীয়ভাবে জীবনের মান উন্নত করেছে, এমনকি ২০১৯ সালে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত অর্থনীতির পুরস্কারও পেয়েছে।

এত অগ্রগতি সত্ত্বেও, এখানকার গীর্জাগুলি ব্যাপকভাবে নিপীড়িত হয়েছে। তারা সরকারের কাছে রেজিস্টার করতে বাধ্য হয়েছে, এর ফলে উপাসনাকারী সম্প্রদায় এবং গীর্জার কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ এবং সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কেউ যদি উজবেক এবং অন্যান্য মুসলিমদের কাছে যীশুর কথা প্রচার করতে যায় তাহলে সরকার তাকে বা তাদেরকে শাস্তি দেয়।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

নর্দান উজবেক https://joshuaproject.net/people_groups/14039/UZ

তাজিক https://joshuaproject.net/people_groups/15201/UZ

তুর্কমেন https://joshuaproject.net/people_groups/15654/UZ

ধর্মগ্রন্থ

“তারপর পল সিনাগগে গেলেন এবং সেখানে তিনমাস ধরে সাহসের সাথে কথা বললেন, ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য প্ররোচিতভাবে তর্ক করলেন।”

অ্যাক্টস্ ১৯:৮ (বিএসবি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- উত্তর উজবেক, দক্ষিণ উজবেক এবং তুর্কমেন ইউইউপিজিএস-এ খ্রীস্টের-গুণগানকারী, বহুগুণ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুন।
- আত্মা-শক্তিপ্রাপ্ত, ধর্মগ্রন্থ-অনুধাবন, অভিষিক্ত প্রার্থনার একটি শক্তিশালী আন্দোলনের জন্য প্রার্থনা করুন যেন তা প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছ থেকে আসে।
- ফসল কাটা শ্রমিকদের, তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছানোর জন্য এবং তাদের সম্প্রদায় সুসমাচার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।
- ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্বপ্ন ও দর্শনের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের হৃদয়ে এবং মনে যীশুর আসন উচ্চতর করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করুন।

তেহরান, ইরান

১৭৮৬ সালে কাজার রাজবংশের আগা মোহাম্মদ খান তেহরানকে প্রথম ইরানের রাজধানী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। আজকে এটি ৯.৫ মিলিয়ন মানুষের একটি মহানগর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তির অসফলতার পর, ইরানের উপর দৃঢ় নিষেধাজ্ঞা তাদের অর্থনীতিকে দুর্বল করেছে এবং বিশ্বের একমাত্র ইসলামী ধর্মতন্ত্রের জনমতকে আরও কলঙ্কিত করেছে। মৌলিক প্রয়োজনীয়তা এবং সরকারি পরিকল্পনা আরও খারাপ হওয়ার সাথে সাথে, ইরানের জনগণ সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুত ইসলামী ইউটোপিয়া সম্পর্কে আরও বেশি করে মোহভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

অনেকগুলি কারণের মধ্যে এগুলি মাত্র কয়েকটি যার জন্য ইরান বিশ্বের দ্রুততম যীশু অনুসরণকারী গীর্জা স্থাপন করার দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রার্থনা করুন যেন ইরানিদের মহানতা, সমৃদ্ধি, স্বাধীনতা এবং এমনকি ধার্মিকতার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা তা যেন শেষ পর্যন্ত যীশুর উপাসনার মাধ্যমে পূরণ হয়।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

গিলাকি https://joshuaproject.net/people_groups/11890/IR

মাজান্দেরানি https://joshuaproject.net/people_groups/13610/IR

পারশিয়ান https://joshuaproject.net/people_groups/14371/IR

ধর্মগ্রন্থ

“এবং যে বাড়িতে আপনি ঢুকবেন, প্রথমে বলবেন, ‘এই বাড়িতে শান্তি আসুক।’ এবং যদি সেখানে একজন শান্তিপ্রিয় লোক থাকেন, তোমার শান্তি তার উপর থাকবে; কিন্তু যদি না থাকে, তা তোমার কাছে ফিরে আসবে।”

লুক ১০:৫ (এনএসএবি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- গিলকি, মাজান্ডারানি, এবং পারস্য ইউইউপিজি-তে ঈশ্বর-মহিমান্বিত বাড়ি গীর্জা চালু করার উদ্দেশ্যে শক্তি এবং সাহসিকতার জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন যেন সরকার, ব্যবসা, শিক্ষা এবং শিল্পে বিশ্বাসীরা সুসমাচারের প্রভাব ফেলতে পারে।
- আত্মগোপন করে থাকা বিশ্বাসীদের জাগরণ এবং শক্তিশালী করার জন্য প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন যাতে তারা তাদের বিশ্বাস শেয়ার করার সাহস পায়।
- ঈশ্বরের রাজ্যের চিহ্ন, আশ্চর্য এবং শক্তিতে আসার জন্য এবং ইরানের ৩১টি প্রদেশে প্রচার, শিষ্য তৈরি এবং গির্জা স্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুন।

ত্রিপোলি, লিবিয়া

লিবিয়ার রাজধানী শহর, ত্রিপোলি হল ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত একটি বড় মেট্রোপলিটন এলাকা। এই শহরটি সিসিলির দক্ষিণ দিকে এবং সাহারার উত্তর দিকে অবস্থিত। এখানে ১.২ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে।

১৯৫১ সালে তার স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত, এই দেশটি দুই হাজারেরও বেশী সময় ধরে বিদেশী শাষনের অধীনে ছিল। ১৯৫০ সালে এখানে পেট্রোলিয়াম আবিষ্কৃত হওয়ার আগে পর্যন্ত এখানকার শুষ্ক জলবায়ুর কারণে, লিবিয়া তার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সম্পূর্ণরূপে বিদেশী সাহায্য এবং আমদানির উপর নির্ভরশীল ছিল।

মুয়াম্মার গাদ্দাফির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের পর, এই দেশ অবশিষ্ট সংঘাতের অবসান এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করেছে। লিবিয়ার জনগণ এই সময়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, হাজার হাজার মানুষ হতাহত হয়েছে এবং জনসংখ্যার ৬০% অপুষ্টির শিকার হয়েছিল।

ইতালিতে যাওয়ার বিপজ্জনক পথ তৈরির আশায় বিপুল সংখ্যক অভিবাসী ত্রিপোলিতে আসে। লিবিয়ার বর্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিয়ে পাচারকারীরা যথেচ্ছভাবে এই দুর্বল মানুষদের শোষণ করে চলেছে।

এখানকার জনসংখ্যার ২.৫% হল খ্রীস্টান। তাদের মধ্যে মাত্র এক পঞ্চমাংশ ধর্মপ্রচারক। অনেক যীশু অনুসরণকারী গুরুতর নিপীড়ন এবং মৃত্যুর ভয়ে এখনও লুকিয়ে থাকে।

যে সম্প্রদায়ের জন্য

লিবিয়ান (Tripolitanian) Arab https://joshuaproject.net/people_groups/13169/LY

সুদানিজ আরব
https://joshuaproject.net/people_groups/15104/LY

ধর্মগ্রন্থ

"তাই আমি তোমাদের বলছি, প্রার্থনা করার সময় তোমরা যা কিছু চাইবে, সেগুলো তোমরা পাবে এই বিশ্বাস রাখবে, এবং তাহলেই সেগুলো তোমরা পাবে।"

মার্ক ১১:২৪ (এনকেজেভি)

প্রার্থনার ব্যাপ্তি

- এই শহরে প্রচলিত ২৭টি কথ্য ভাষায় খ্রীস্টের গুণগানকারি হাজার হাজার বাড়ি গীর্জাগুলির জন্য প্রার্থনা করুন।
- বাড়ি গীর্জাগুলি নির্মূল করে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রার্থনা করুন।
- ত্রিপোলিকে একটি প্রেরণের স্থান হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন, যাতে সমগ্র জাতি এবং অঞ্চল যীশুর বিতরণী শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।
- শয়তানের কাজ ধ্বংস করে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য প্রার্থনা করুন।

মুসলিমরা যখন রমজান শেষ করবে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন

বিশ্বজুড়ে সমস্ত মুসলিমরা এই সপ্তাহান্ত থেকে শুরু করে তিন দিনের ঈদ-উল-ফিতর এর ছুটি উদযাপন করবে। যদিও শুরুর সঠিক তারিখ চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে হয়, এবছর ঈদ শুরু হবে সম্ভবত শুক্রবার, ৯ই এপ্রিল থেকে।

আগামী কয়েকদিন ধরে, মুসলমানরা স্থানীয় মসজিদ বা অন্যান্য জমায়েত স্থানে নামাজে অংশ নেবে এবং একটি বিশেষ ভোজ সহকারে রোজা ভাঙার মাধ্যমে রমজানের শেষ উদযাপন করবে। বেশিরভাগ মুসলিমই তাদের সেরা নতুন পোশাক পরে বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে দেখা করবে, এবং তারা পরস্পর ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করবে।

অনেক দেশের মুসলিমদের মধ্যে এই সময় গরীব মানুষদের খাবার এবং অর্থ দান করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। অনেকেই বাচ্চাদের মিষ্টি বা টাকা উপহার দেন। এই কারণেই এই উৎসবটি মিষ্টি ঈদ নামেও পরিচিত। এটা একটি খুশির, আনন্দের উৎসব, অনেকটা খ্রিস্টমাস বা বড়দিন উদযাপন করার মতন।

যদি আপনার কোন মুসলিম বন্ধু, প্রতিবেশী, বা সহকর্মী থাকে, তাহলে তাদেরকে আন্তরিক ঈদের শুভেচ্ছা “ঈদ মোবারক” জানাতে ভুলবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তারা কিভাবে ঈদ উদযাপন করছে। অথবা এই বন্ধুত্ব এবং উদযাপনের মরশুমের একটি সাধারণ অভিব্যক্তি হিসাবে, তাদের বাড়িতে অল্পক্ষণের জন্য ঘুরে আসুন।

পরিশেষে, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন শুধুমাত্র এই সময়ই নয়, সারা বছর জুড়ে আপনার প্রার্থনা মানুষের জীবনে পরিবর্তনের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রার্থনা করার জন্য ধন্যবাদ।

প্যাটমোস এডুকেশন গ্রুপ এবং রান মিনিস্ট্রিস

প্যাটমোস এডুকেশন গ্রুপ হল রান মিনিস্ট্রির একটি ‘লাভজনক’ শাখা। প্যাটমোস টিম প্রতি বছর পাঁচটি প্রার্থনা গাইডের জন্য বিষয়বস্তু প্রস্তুত করে। প্রার্থনা গাইডগুলি ৩০টি ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা পার্টনার মিনিস্ট্রিগুলির জন্য ও সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য উপলব্ধ। প্রায় ১০০ মিলিয়নেরও বেশি যীশু অনুসরণকারীরা এই টুলস গুলি ব্যবহার করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৩০ বছর আগে এর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই, ঈশ্বর, রিচিং আনরিচড নেশনস, ইনকর্প. (রান মিনিস্ট্রিস) -কে প্রথম-প্রজন্মের যীশু অনুসরণকারীদের পাশে থাকতে এবং বিশ্বের যেসব জায়গায় এখনও সেভাবে পৌঁছানো যায়নি সেইসব জায়গায় আরও বেশি করে গীর্জা স্থাপনের প্রচেষ্টাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম করেছেন।

রিচিং আনরিচড নেশনস, ইনকর্প. (রান মিনিস্ট্রিস) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে একটি ৫০১(সি) কর-ছাড়যোগ্য সংস্থা হিসাবে। একটি আন্তঃসাম্প্রদায়িক মিশন, রান হল ইসিএফএ-এর একটি দীর্ঘস্থায়ী সদস্য, লুসান চুক্তির সদস্যপদ নিয়েছে এবং মহান কমিশন পূরণে সাহায্য করার জন্য বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টানদের সাথে সহযোগিতা করে।

www.patmosgroup.org
পি.ও. বক্স ৬৫৫৮, ভার্জিনিয়া বিচ, ভিএ ২৩৪৫৬

মুসলিম বিশ্ব প্রার্থনা গাইড

৩০ দিনের প্রার্থনা®

১০ই মার্চ – ৮ই এপ্রিল, ২০২৪

খ্রিস্টানরা মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে শিখছেন
এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করছেন

www.patmosgroup.org